CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-220 ■ 21 May, 2025 ■ আগরতলা ২১ মে, ২০২৫ ইং ■ ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেল, টাটা গোষ্ঠীর সঙ্গে পর্যটন দপ্তরের লিজ এগ্রিমেন্ট

প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠ ভারত সংকল্পের দিশায় রাজ্য সরকারও ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। পুষ্পবন্ত প্যালেসে ফাইভ স্টার হেরিটেজ হোটেল গড়ে তুলতে আজ আইএইচসিএল এর সঙ্গে লিজ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে পর্যটন শিল্পকে আরো সমৃদ্ধ করা যাবে।

আজ টিআইএফটি কনফারেন্স হলে তাজ পুষ্পবন্ত প্যালেস হোটেল উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যটন দপ্তর ও ইন্ডিয়ান হোটেলস কোম্পানি লিমিটেড (আইএইচসিএল) এর মধ্যে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, যখনই আমরা রাজ্যের বাইরে যাই, তখন তাজ গ্রুপের হোটেল সহ বড় বড় হোটেলগুলি দেখতে পাই এবং ত্রিপুরায় কবে এ জাতীয় কিছু হবে সেটা ভাবতাম। তাই আজকের দিনটি আমাদের কাছে একটি গৌরবময় দিন। আমি এজন্য আইএইচসিএলকর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে আমাদের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণও পরিশ্রম করেছেন। আমরা এরআগে মৌ স্বাক্ষর করেছি। আর আজকে লিজ এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন হলো। এর মাধ্যমে আজ থেকে কাজ শুরু হয়ে গেলো। আমরা বলছি দুই বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার। যদিও তারা বলছেন তিন বছর সময় লাগতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজন্য আমলে নির্মিত এরকম একটা প্যালেস অনেকদিন ধরে এমনিতেই পড়ে রয়েছে। ১৯১৭ সালে আগরতলার পুষ্পবন্ত প্যালেস নির্মাণ করা হয়েছিল। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর এই প্যালেসটি নির্মাণ করেছিলেন। এর যে স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন জায়গার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নবনির্মিত বিধায়ক আবাসনের করুণ চিত্র তুলে ধরলেন খোদ শাসকদলের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই বিধায়ক হোস্টেলের ছাদের চাঙড় ফেটে জল পড়া শুরু! দরজা-জানালার অবস্থাও নাজেহাল! এই করুণ চিত্র সামনে আসতেই হোস্টেলের নির্মাণ গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন খোদ শাসক দলের বিধায়ক, শান্তিরবাজারের প্রতিনিধি প্রমোদ রিয়াং।

রাজ্যের সাধারণ প্রশাসনিক দপ্তরের আওতায় নির্মিত বিধায়ক হোস্টেল রাজনীতিকদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ আবাসন প্রকল্প হলেও, নির্মাণ শেষ হওয়ার দেড় বছরের মধ্যেই এর এমন বেহাল দশা সামনে আসায় বিস্মিত বিধায়কসহ সাধারণ মানুষ।

এই বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রমোদ রিয়াং বলেন, "মাত্র দেড় বছরে হোস্টেলের এই অবস্থা হলে আগামী দিনে তো এখানে থাকা যাবে না। খুবই নিম্নমানের নির্মাণ কাজ হয়েছে। ছাদে ফাটল দেখা দিয়েছে, বৃষ্টির সময় ঘরের ভিতর জল পড়ে, দরজা-জানালার মানও একেবারে খারাপ। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক।"তিনি আরও বলেন, রাজ্যের একজন বিধায়কের থাকার জায়গা যদি এই অবস্থায় থাকে, তাহলে অন্যান্য দপ্তরের অধীনস্থ কাজের মান কেমন, তা সহজেই অনুমেয়। এই ঘটনার পর সাধারণ প্রশাসনিক দপ্তরের অধীনে থাকা ঠিকাদারি কাজ এবং প্রকৌশল বিভাগের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এদিকে এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে বিধায়কের সরব হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে তদন্ত ও দায়িত্ব নির্ধারণের দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

রাজ্যের করদাতাদের অর্থে নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ এই হোস্টেল ভবনের দ্রুত সংস্কার এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে সরব হতে শুরু করেছেন অনেকেই।

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ মে।। কুর্তি গ্রামে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুর। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকাজুড়ে। বাড়ির পুকুরের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু এক শিশুর। ঘটনা কদমতলা থানাধীন কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডেউবাড়ী ৩ নং ওয়ার্ড এলাকায়। জানা গেছে জাকির হোসেনের তিন বছরের শিশুসন্তান জাহিদুল হোসেন সে সকালবেলা বাড়ির উঠোনে খেলাধুলা করছিল বলে বাড়ির লোকজনদের দাবি। হঠাৎ সকাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেহাল দশা ২০৮ নং জাতীয় সড়কের ক্ষুব্ধ জনতারা পথ অবরোধে, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে ২০৮ নং জাতীয় সড়কের মানিক ভান্ডার চৌমুহনী এলাকা। আজ ওই এলাকায় কাঁদার মধ্যে আটকে পড়লো পাথর বোঝাই লরি। ফলে, তিন দিক থেকে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। অবশেষে বাধ্য হয়ে ক্ষোভে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয়রা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, নির্মাণের ছ'মাস পর থেকেই বেহাল হয়ে পড়েছে ২০৮ নং জাতীয় সড়ক। সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে জরাজীর্ণ অবস্থায় খোয়াই -কমলপুর -কুমারঘাট রোড'র মানিকভান্ডার চৌমুহনি। আজ একটি পাথর বোঝাই লরির চাকা কাঁদায় ফেঁসে যায়।

তাতে, তিন দিক থেকে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। ফলে, জনগণ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রত্যেকদিন এ রাস্তা ধরেই যাতায়াত করতে হয় তাঁদের। রাস্তাটি বড় বড় গর্তে পরিণত হয়ে থাকায় যানচলাচলে সমস্যা রয়েছে। এমনকি প্রায় সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় চালকদের। অবশেষে বাধ্য হয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়রা। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ।

মদমত্ত অবস্থায় গাড়ির চালক পথচারীকে পিষে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মে।। মদমত্ত অবস্থায় ব্যক্তিগত গাড়ি দিয়ে নিরীহ এক ব্যক্তিকে প্রাণে মেরে ফেলার মত চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত কমলনগরের বাসিন্দা জনৈক ভরত দেবনাথের সরকারি কর্মচারী ছেলে সুশান্ত দেবনাথের বিরুদ্ধে।

গতকাল রাত্রি আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ বয়স ৪০ এর প্রদীপ দেবনাথ মোহরছড়া বাজার থেকে মোহরছড়া স্কুল সংলগ্ন এলাকা দিয়ে যখন নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন , তখন অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারী সুশান্ত দেবনাথ প্রচন্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নৃত্য শিল্পীর উপর আক্রমণ

ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ক্রমাগত আঘাত ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরায় নিরীহ মানুষদের প্রশাসনের কাছে বিচার চাওয়ার অধিকার নেই। জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ক্রমাগত করা হচ্ছে।

এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। গতকাল অর্থাৎ সোমবার মাতাবাড়ি চত্বরে হেনস্তার শিকার হয়েছেন নৃত্যশিল্পি সানু মালাকার। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ এমনটাই প্রতিক্রিয়া দিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, আগরতলা বেলতলির বাসিন্দা সানু মালাকার নিজের শিল্প সত্বাকে কাজে লাগিয়ে টাকা রোজগার করে গরিবদের সাহায্য করে চলছে। রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় তাঁর নৃত্যকলা পরিবেশন করে সেই টাকা দিয়ে গরিবদের সাহায্য করে। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে দেখা গিয়েছে গতকাল ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে এক অসহায় বৃদ্ধা মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আক্রান্ত হন সে। ভাইরাল ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে মন্দির চত্বরে নৃত্যকলা দেখিয়ে বৃদ্ধা মহিলাকে সাহায্য করতে গিয়ে এক হিন্দুত্ববাদীর হাতে আক্রমণের শিকার হয়েছেন। একসময় সানুর উপর চড়াও হয় সে। সানুর অপরাধ সে মন্দির চত্বরে অন্য ধর্মের গান চালিয়ে নৃত্য দেখাচ্ছিলেন। তার কারণে এমনকি তাকে জেহাদিও বলা হয়েছিল। তাকে ব্যাপক মারধর ও করা হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রশাসনের তরফ থেকে এবিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ক্রমাগত করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় নিরীহ মানুষদের প্রশাসনের কাছে বিচার চাওয়ার অধিকার নেই। এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে চিরবিদায়

নেতার স্ত্রীর রহস্যময় মৃত্যুতে চাঞ্চল্য বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ মে।। ছোট্ট সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে চিরবিদায় নিলেন মা। বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি এলাকায় ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা। মৃতার নাম পূর্ণিমা দাস (চৌধুরী)। তার এই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনা মঙ্গলবার সকালে। পুলিশ জানিয়েছে, মুড়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিপ্লব চৌধুরীর সঙ্গে স্ত্রীর দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক কলহ চলছিল। ঘটনার দিন সকালেও তাদের মধ্যে ঝামেলা হয়। এরপরই পূর্ণিমা নিজ ঘরে গিয়ে শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন বিশালগড় এসডিপিও দুলাল দত্ত, বিশালগড় মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল এবং স্থানীয় পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের মর্গে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বিশালগড় পৌর পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমর ঘোষ। তিনি জানান, "ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ও ভাবনার বিষয়। তদন্ত চলছে, প্রকৃত ঘটনা জানতে সময় লাগবে।" একইসঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক রিপোর্টের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।

নিহতা পূর্ণিমা দাস ছিলেন স্থানীয়ভাবে পরিচিত এবং রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব বিপ্লব চৌধুরীর স্ত্রী। এই ঘটনার পর বিপ্লব চৌধুরী কোথায় রয়েছেন তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ই-রিক্সা উল্টে আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ধর্মনগরের বটোরাশি এলাকায় ইরিক্সা দুর্ঘটনায় চালকসহ তিনজন আহত হয়েছে। দমকল বাহিনী আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে দমকল কর্মীর কাছ থেকে জানা যায়, আজ সকাল দশটা নাগাদ দমকল দপ্তরে খবর আসে ধর্মনগর মহকুমার বটরশি এলাকার জোর কালভার্ট সংলগ্ন স্থানে একটি ই রিক্সা রাস্তার মধ্যে উল্টে যায়। সাথে সাথে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় আহতরা রাস্তার মধ্যে বসে আছে। আহত তিন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে দমকল কর্মীরা। দমকল কর্মীর কাছ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বোধজংনগরে ১২টি বন্ধ ও পরিত্যাক্ত শিল্প ইউনিটের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করল টিআইডিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (টিআইডিসি) আজ বোধজংনগর এবং আরকে নগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের অন্তর্গত ১২টি শিল্প ইউনিটের জমি, শেড এবং স্থায়ী সম্পদ অধিগ্রহণ করেছে। এই ইউনিটগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ফলস্বরূপ বোধজংনগর এবং আর কে নগরের অত্যন্ত মূল্যবান জমি এবং শেড অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। কর্পোরেশন নতুন ইউনিটগুলিকে জমি এবং শেড বরাদ্দ করতে পারছিলনা।

এছাড়াও এই ১২টি শিল্প ইউনিটের কাছ থেকে জমি এবং শেড ভাড়া বাবদ ৬৩,৯০,২৪৮ টাকা বকেয়া ছিল এবং এই ইউনিটগুলির মালিক কর্পোরেশনের কাছ থেকে বকেয়া ভাড়া পরিশোধের জন্য ডিমান্ড নোটিশের কোনো জবাব দিচ্ছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে টিআইডিসি ত্রিপুরা পাবলিক প্রিমিসেস আইনের অধীনে নির্মিত কাঠামো সহ জমি এবং শেড অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিআইডিসি খুম্পুই গ্লোবাল সার্ভিসেস (০.৪০ একর), বি আর রাবটেক ইন্ডাস্ট্রিজ (১.০০ একর), এটি ডব্লিউ মিলেনিয়াম কনসেপ্ট (একটি শেড), আগরতলা ইলেকট্রিকাল এল এল পি (০.৫০ একর এবং একটি শেড), সীমান্ত হ্যান্ডিক্র্যাফট প্রোডাক্টস প্রাইভেট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রেইন নির্মাণের দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। জল নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত ড্রেইন নির্মাণের দাবিতে পথ অবরোধ করে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মঙ্গলবার এই চিত্রটি দেখা গেছে করবুকের বাচাইবাড়ী এলাকায়। জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘ বছর থেকে সামান্য বৃষ্টিতে প্লাবন সৃষ্টি হচ্ছে করবুকের বাচাইবাড়ী এলাকায়। ফলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আটক এক বাংলাদেশী সহ ভারতীয় দালাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় সাব্রুম থানার পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানের হাতে আটক এক বাংলাদেশী নাগরিক এবং ভারতীয় দালাল। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনু নদীর বাঁধ সংস্কার কাজের গতি ও গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বীরজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ মে।। কৈলাসহর মনু নদীর বাঁধ সংস্কার কাজের গতি ও গুনগতমান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। বিধায়কের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল কাজের গুণগত মান সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন। কৈলাসহরের মনু নদীর পাড়ের বাঁধ সংস্কারের কাজ খুবই ধীর গতিতে চলছে। বাঁধের কাজের গুনগত মান খুবই নিম্নমানের। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গাইডলাইন মেনে কাজ হচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন কৈলাসহরের বিধায়ক বীরজিত সিনহা।

দীর্ঘ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে কৈলাসহরের বিভিন্ন এলাকায় মনু নদীর পাড়ের বাঁধ সংস্কারের কোনো ধরনের সংস্কার কাজ না হওয়ায় বাঁধ বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে কৈলাসহরবাসীরা বাঁধ সংস্কারের দাবি করার পর অবশেষে বিগত এক মাস পূর্ব থেকে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বাঁধ সংস্কারের পাশাপাশি বাঁধের প্রস্থ বাড়ানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো ও গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত চালক সহ চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। যান দুর্ঘটনা বিশালগড়ের নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশালগড় রাউৎখলা এলাকায় অটো ও গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে চালক সহ চারজন ব্যক্তি। আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'ভারতীয় রাজনীতিতে মতাদর্শ ও শিক্ষার ব্যবস্থা

সংসদে আলোচনায় রাজ্যের ছাত্র শুভমের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ মে।। মহারাষ্ট্রের পুণেতে অনুষ্ঠিত ১৪তম ভারতীয় ছাত্র সংসদে অংশগ্রহণ করে গোটা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করে রাজ্যের গৌরব বাড়ালেন সোনামুড়ার মেলাঘরের যুবক শুভম নম। রাবার টেকনোলজিতে বি.টেক পাশ করা এই প্রতিভাবান যুবক সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই সম্মান অর্জন করেছেন।

চলতি বছরের ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় ছাত্র সংসদের এই পর্ব, যার আয়োজক ছিল পুণের এমআইটি স্কুল অফ গভর্নমেন্ট। শুভম জানান, এর আগেও ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে অনলাইনে আবেদন করলেও তার আবেদন গৃহীত হয়নি। তবে ২০২৫ সালের জন্য ফের আবেদন করলে ভার্চুয়ালি দু'দফা আলোচনার মাধ্যমে তাকে নির্বাচিত করা হয় এবং শেষে পুনেতে সরাসরি আমন্ত্রণ জানানো হয়।

শুভমের আলোচ্য বিষয় ছিল — 'ভারতীয় রাজনীতিতে মতাদর্শ ও শিক্ষাব্যবস্থা'। ভার্চুয়াল আলোচনায় তার তিন মিনিটের উপস্থাপনা বিচারকমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং পরে পুনের মূল পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পান তিনি। সেখানেই অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে শুভম তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এই সাফল্যের পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সংসদ ভবনে, যেখানে সংসদের সদস্যদের সামনে সরাসরি আলোচনায় অংশ নেন শুভম। তার এই কৃতিত্বের জন্য তাকে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

শুভমের এই সাফল্যে তাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সোনামুড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ২২ নম্বর সোনামুড়া বিজেপি মণ্ডল সভাপতি শুভ্রজিৎ দাস। তিনি শুভমকে উত্তরীয় ও স্মারক প্রদান করে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। শুভ্রজিৎ দাস আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আগামী দিনে শুভমের মতো প্রতিভাবান যুবকেরা রাজনীতিতে অংশ নিয়ে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

হোম থেকে শিশু পাচারের অভিযোগ, সঠিক তদন্তের দাবি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে।। নরসিংগড় স্থিত স্টেট ফাউন্ডলিং হোম অর্থাৎ সরকারি হোম থেকে ৩ বছরের কন্যা শিশু পাচারের অভিযোগ উঠেছে। আজ গণতান্ত্রিক নারী সমিতি মোহনপুর মহকুমা কমিটির এক প্রতিনিধি দল সহ স্থানীয় বিধায়ক নয়ন সরকার হোম পরিদর্শন করেন। গোটা ঘটনার সঠিক তদন্ত ক্রমে এই চক্রের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদের বিরোদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানান।পাশাপাশি, সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি মোহনপুর মহকুমা কমিটি সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপ দাবি করেন

এই ঘটনা নিয়ে বিধায়ক নয়ন সরকার জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখতে পাই যে এই নরসিংগড় স্থিত সরকারি হোমের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২১ মে,২০২৫ ইং
৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নেশার কবলে হাবুডুবু খাচ্ছে যুবসমাজ

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্লোগান যেন স্লোগান সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবে নেশার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে গোটা যুবসমাজ। গৃহবধূরাও খাবডুবু খাইতেছে নেশার কবলে। স্কুল কলেজ পরওয়ারা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। গন্ধহীন ও সেরা পথে নেশা গ্রহণ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

একাধিক সচেতনতা শিবির এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় একের পর এক এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর ক্যাম্প করা হইলেও মরণব্যাধি এইডস দ্রুত ছড়াইতেছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চনপুর, আনন্দবাজা,থুমসরাইপাড়া এলাকার অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হইতে। এইডসে আক্রান্তে উত্তর জেলার মধ্যে শীর্ষে দামছড়া। শিরাপথে মাদক নেওয়ার ফলে দ্রুতগতিতে ছড়াইছে এইডস সংক্রমণের রোগী। জনজাতি বাঙ্গালী বহু যুবতি গৃহবধূ শিরাপথে মাদক গ্রহন করায় তাহারা এইডসে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের একটা ছোট অংশ যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় অনেক যুবকের শরীরে এইডস পাওয়া যাইতেছে। যাহা উদ্বেগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে মরণব্যাধি এইডসের সংক্রমণ। গ্রাম পাহাড় সমতল সর্বত্র যুবতী কিশোরী এবং গৃহবধূ মহিলাদের শিরাপথে মাদক গ্রহন করিবার প্রবনতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উত্তরের দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং জম্পুই হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডসপ্রতিরোধে ওএসটি সেন্টার খোলা

হইয়াছে। কিন্তু ওএসটি গুলি মাদক সেবনকারী বা শিরাপথে মাদক নেওয়া নেশা গ্রস্থ যুবক যুবতী গৃহবধূদের যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। বর্তমানে শিরাপথে মাদক গ্রহনকারী যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এইডসের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা এইডস দপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করিলেও এর প্রতিরোধে তেমন জুৎসই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়িতেছে না। রাজ্য জুড়িয়া এইডস প্রতিরোধে রোডম্যাপ এখনো তৈরি হয় নাই।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িবার কারন শিরাপথে যুবক যুবতীরা প্রতিনিয়ত মাদক গ্রহন করায়।একদিকে শিরাপথে মাদক গ্রহন এবং গন্ধহীন গুড়ো নেশা সামগ্রী কিভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষিত প্রজন্মকে ধংস করিতেছে তাহা উত্তর জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মাদক ব্যবহারকারী যুবক যুবতীদের বায়োডাটা দেখিলেই প্রমাণিত। এলাকার মাদক ব্যবহারকারীরা অনেকেই এম এ, এগ্রি বি এস সি এবং কলেজের পাঠ অর্ধসমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় বন্ধুদের সাথে প্রথমবার একদিন শখ করিয়া ড্রাগস নিয়াছিল। পুজো পার্বন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের প্রচলন থাকায় তাহাদের একটু আকটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল । কিন্তু ড্রাগস থেকে তাহারা দূরে ছিলো। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া প্রথমবার ড্রাগস নেওয়ার পর তাহাদের নাকি মনে হইয়াছিল এই নেশায় তৃপ্তি আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু ছাড়িয়া ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা। ক্রমশ নেশার চাহিদায় বর্তমানে শিরা পথে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নিতেছে তাহারা । এই নেশার কবলে পড়িয়া বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে একদিকে ড্রাগসের নেশা ,অন্যদিকে তাহাদের খরচ মিটাইতে মাদক সেবনকারিদের গোটা পরিবার সর্বশান্ত হইয়া পড়িতেছে । তাহাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে টানিয়া আনিবার কোন রোডম্যাপ তৈরি করিতে পারিতেছে না রাজ্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য এইডস কন্টোল বোর্ড। অথচ এর জন্য বৎসরে কোটি কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ হইতেছে।

দেখা যাইতেছে বহু ড্রাগস আক্রান্ত পড়ুয়া বাড়ির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকিলেও কষ্ট করিয়া পড়াশোনা চালাইয়া যাইতেছিল। ভালো পড়াশোনা করিয়া সরকারি চাকুরী করিবার স্বপ্ন ছিল তাহাদের। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া ড্রাগসের স্বাদ নিতে গিয়া তাহাদের জীবনটা অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু এই দুই চারজন মেধাবী যুবক নয় , শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গন্ধহীন এবং শিরাপথে নেশার টানে ধংস হইয়া যাইতেছে। এক কথায় বতর্মান প্রজন্ম ড্রাগসের কবলে পড়িয়া বিনাশ হইয়া যাইতেছে। আর অভিভাবকেরা দিশাহারা। শিরা পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নিতে গিয়া এইডসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। স্কুল কলেজের বাথরুমে, মাঠে পাওয়া যাইতেছে ড্রাগস ব্যবহার করা সিরিঞ্জ। মারাত্মক অবস্থা চলিতেছে। গন্ধহীন মাদকের বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে প্রচার চালানোর পরও দিন দিন মাদকের বাড়বাড়ন্তে অভিভাবকদের মধ্যে চিন্তার ভাজ,দিশেহারা অভিভাবকেরা। মাদক মুক্ত সমাজ, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা শ্লোগান যেন বিদ্রুপ করিয়া হাসিতেছে।

রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটি যেভাবে ঢাকঢোল পিটাইয়া তাহাদের প্রচার করিতেছে যদি তাহার অর্ধেকও কাজ করিত তাহা হইলে এইডস কিছুটা প্রতিরোধ করা যাইত বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সমাজ থেকে নেশার এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশ রাজ্য ও সমাজকে বাঁচাইতে হইলে সকলকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম. আর. শ্রীনিবাসনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করলেন

নয়াদিল্লি, ২০ মে:ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং দেশের খ্যাতনামা পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম. আর. শ্রীনিবাসনের প্রয়াণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেন, "দেশের পরমাণু শক্তি উন্নয়ন কর্মসূচিতে ড. শ্রীনিবাসনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের শক্তি নিরাপত্তা এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে তাঁর কাজকে কখনোই ভোলা যাবে না।" রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, "তিনি যে বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য রেখে গেছেন তা ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের জন্য চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর শোকবার্তায় বলেন, "ড. শ্রীনিবাসন দেশকে জ্বালানি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর করে তুলতে একটি শক্তিশালী পরমাণু অবকাঠামো গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর এই অবদানের জন্য দেশ সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবে।"

ড. এম. আর. শ্রীনিবাসনের প্রয়াণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নানা জনের নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ: একটি রম্য রচনা

পুলক মিত্র

পাড়ায় বা কফি হাউসে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মোলাকাত আমার সেই কলেজবেলা থেকেই। এঁরা প্রত্যেকে জীবনের নানা সময়ে নানা প্রক্রিয়ায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, সুকুমার রায়ের ভাষায় "স্টুপেন্ডাস অ্যামাউন্ট অব অ্যাস্টাউন্ডিং ইনফরমেশানস" জোগাড় করে লোকজনের মধ্যে বিলিয়েছেন। মনে রাখতে হবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অতএব তাঁরা তথ্য গোপন রাখলেও পারতেন, কিন্তু তাঁরা তা করেননি, নিজেদের সঞ্চিত ভান্ডার অকাতরে বিলিয়েছেন।

বিমলবাবু এঁদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। উনি না থাকলে আমরা জানতেই পারতাম না যে প্রশান্ত নামে কে একজন রবি ঠাকুরের হিসেবের খাতা দেখে দিত। 'আরে প্রশান্ত না থাকলে উত্তরায়ণের জমির পিছন দিকের আমবাগান কেনার কথা রবিদা ভাবতেই পারতেন না। একটা একটা করে পয়সা বাঁচিয়ে প্রশান্ত ওই জমি কিনে দিয়েছিল।' আমরা হাঁ করে শুনতাম।

বহু বছর বাদে সাহসে ভর করে এক দিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, "আচ্ছা, ওই প্রশান্ত লোকটা কে?" উনি তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে বলেছিলেন, 'আরে তোমরা যাকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বলো, আমি রবিদা, নন্দদা, রাম, আর দু'চার জন ওকে প্রশান্ত বলেই ডাকতাম। পাটনার কাছে বাড়ি। বড়লোকের ছেলে। তা ওর বাপ এক দিন রবিদার পায়ে কেঁদে পড়ল গুরুদেব, আমার ছেলেটার কী হবে? আমি রবিদার কানে ফিসফিস করে বললেম, নিয়ে নিন, হিসেব রাখার জন্যও তো একটা লোকের দরকার। রবিদা কলমের এক খোঁচায় চাকরিতে বহাল করে নিলে। তার পর কী হল, সে তো তোমরা সবাই জানো।' আমরা হতবাক। বিমলবাবু জীবনে না হোক গোটা দশেক রবীন্দ্র-বিষয়ক বই লিখেছেন এবং সম্পূর্ণ বিনি পয়সায় জোর করে সেগুলো পরিচিতদের মধ্যে বিলিয়েছেন। সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার এই যে, কয়েক জন সেগুলো মন দিয়ে পড়েওছে এবং ভাগ্নে-ভাইঝিদেরও পড়িয়ে ইসকুল কলেজের পরীক্ষায় সেইসব থেকে রেফারেন্স টেনে উত্তর লিখিয়েছেন। এ নিয়ে অবিশ্যি কোনও প্রকার তর্ক উঠলে বাজারে চলতি রবীন্দ্রজীবনী এবং সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটা বই ঘাঁটলেই সব সন্দেহের নিরসন সম্ভব।

কমলদা যেমন নিয়ম করে দিয়েছিলেন, ওঁর বাড়িতে কেবল বাচ্চাদেরকেই নয়, অতিথি অভ্যাগতরা এলেও ঠাকুর চাকরেরা পরিবেশন করার সময় পাতের ওপর লুচি দুলিয়ে জিজ্ঞেস করবে 'আর একটা দেব কি? প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার পর আমাদের মতো নির্লজ্জ বেহায়া কেউ যদি এ হেন অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন, কমলদার চটজলদি উত্তর,'এটাই ঠাকুরবাড়ির ট্র্যাডিশন। এর মধ্যে যে বাঙালিত্ব লুকিয়ে আছে, যে সংযম-শিক্ষা, যে মানসিক স্থৈর্য্যের পরীক্ষা, যে আর্য সভ্যতার......' ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পর তো আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। দুঃখের কথা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আম বাঙালির উচ্ছ্বাস থেকে বরাবরই আমাকে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়েছে। সব সময় যে পুরো ব্যাপারটা বুঝে পাশ কাটিয়ে গেছি তা নয়, বেশির ভাগ সময়ে উনিই নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন বললেই বরং নিজের কাছে খানিকটা সৎ থাকা যাবে।

একদম ছেলেবেলায় যে ক'টি কবিতা মুখস্থ করলে বাপ-মায়ের কর্তব্যপরায়ণতা এবং সেই সময়ে তাঁদের সাংস্কৃতিক- মনস্ত- পশ্চিমবঙ্গীয়-বামপন্থী অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হত না, এবং ভবিষ্যতে সদর দরজা ঠেলে বাড়িতে ধোপা-নাপিতের আনাগোনার ব্যবস্থাটিও মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রাখা যেত, সেই ক'টা কবিতা আমি যতটা সম্ভব মন দিয়ে একপ্রকার মুখস্থ করেছিলাম। "একপ্রকার" বলার কারণ এই যে, অসমবয়স্ক কিছু ব্যক্তির লাগাতার কালচারালি রাবীন্দ্রিক চাপ এবং একটি নেহাতই নবীন কিশোরকে একলা পেয়ে উদ্বুদ্ধ করার নাছোড় গোঁ সত্ত্বেও আমি কোনও দিন স্টেজে ওঠার আগে দাঁতে দাঁতে করতাল বাজিয়ে সর্বাঙ্গে ঠকাঠক কাঁপুনি ধরাকে আটকাতে পারিনি। উত্তেজিত আত্মীয়েরা প্রথমাবস্থায় শারীরিক বেরামটিকে "আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু" গোছের পোয়েটিক ইন্সপিরেশন, বা সোজা বাংলায় কাব্যিক প্রতিভাসম্পন্ন অপাপবিদ্ধ বালকের ভর হওয়া বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পঁচিশে বৈশাখের পর বাইশে শ্রাবণেও ফের এক বার যখন "হে মোর চিত্ত..." বলেই আটকে গিয়ে সর্বসমক্ষে কোঁকাতে শুরু করলাম, তখন তারা কেস গোলমেলে বুঝে শেষমেশ সরেই দাঁড়ালেন। সবচাইতে দুঃখ পেয়েছিলেন আবৃত্তি শেখাতে আসা ভদ্রলোক। এবার জয়দেবের কথা বলি। জয়দেব এক বার রবীন্দ্র সন্ধ্যায় সাঙ্ঘাতিক একটা কারবার করেছিল। "দিকে দিকে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে" দিয়ে কবিতা আবৃত্তি শুরু করে মাঝে, মানে, "প্রাসঙ্গিক ফাঁকে" ও "দুর্গম গিরি কান্তার মরু" ইত্যাদি ঢুকিয়ে এলাকায় হইচই ফেলে দেয়। যা-ই হোক, সেই সময়ে আমাদের পাড়ার লোকাল কমিটির সেক্রেটারির আদি বাড়ি ছিল কিশোরগঞ্জ। ওঁর আত্মীয় এক বাংলাদেশি কবি সেবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় উপস্থিত থাকায় তাঁকেই সভাপতি করা হয়। জয়দেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কোনও তুলনা হয় না। দেবতার গ্রাসে "কাণ্ডারী বলো"-কে ঢুকিয়ে নিমেষে 'ভাইজান বলো ডুবিছে মানুষ' বলায় সবার সে কি হাততালি। জয়দেবের ভাইপোকে চুলদাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে আনা হয়েছিল ডুবে যাওয়ার আগে "মাসি মাসি" বলে চিৎকার করার জন্য। স্টেজের ওপর সাড়ে তিন ফুট রবীন্দ্রনাথ কচি গলায় "মাসি" আর্তনাদে পাড়া প্রকম্পিত করে তুলছে এমন শিহরন জাগানো দৃশ্য যারা দেখেননি, তাঁদের উদ্দেশে "আপনারা রবীন্দ্রনাথকে চিনলেন না" ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই। গোটা পৃথিবী জুড়ে যেখানেই চারটে বাঙালি জুটেছে, সেখানেই ট্রাঙ্ক হটিয়ে, মায়ের শাড়ি, বাবার ধুতি, বউয়ের ওড়না টাঙিয়ে মঞ্চ বেঁধে, বউকে আর মেয়েকে "গীতবিতান"-এর সামনে বসিয়ে, গান তুলিয়ে, ছেলেকে দিয়ে "বীরপুরুষ" মুখস্থ করিয়ে রবীন্দ্র-সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। বৈশাখের প্রখর রোদ অগ্রাহ্য করে মহিলাদের দেখেছি, ঠোঁটে লিপস্টিক, কচি কলাপাতা রঙের জরি বসানো শাড়িতে শোভিত হয়ে কুচো বাচ্চার গালে ফলস দাড়ি লাগিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে ইসকুলে নিয়ে চলেছেন। বাচ্চাটির ফুটপাথে ঠোক্কর খেতে খেতে "এই গেল সেই গেল" অবস্থা, মা-টি বাচ্চার ডানা হেঁচকে তার মধ্যেই টানতে টানতে 'কানে তাঁদের গোঁজা জবা ফুল "এর পর কী হল বলে," ড্যাডি কাল তোমায় যেমন ভাবে বলতে বলেছে, সে ভাবে বলো বলতে বলতে মেক-আপ গলে যাওয়া মিসেস দাশগুপ্তর ছেলেকে টপকে কী ভাবে তার কচিটি বাংলার সাংস্কৃতিক আকাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদিত হয়ে বাকিদের ভাত মেরে দেবে, সেই চিন্তায় আকুল হয়ে ছুটে চলেছেন। মা-টির কানে জবা ফুল গুঁজে তেপান্তরে ছেড়ে দিলে বাংলার উন্নতি ত্বরান্বিত হত সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাসের অনেকটাই ওনার লেখা না পড়ে বছরে এক বার পুজো-প্যান্ডেলে কেবলমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কিশোরকুমারের গলায় তাঁর গান শোনা, এবং একটা বয়সের পরে অফিসের ব্যাগ বগলদাবা করে শেয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে উনি "মহেশ" নামক ছোট গল্পটি লিখেছিলেন না "ছুটি", এই তর্কের একজিস্টেনশিয়াল মীমাংসায় সীমাবদ্ধ। আমাদের পাড়ার ইসকুলের হেডমাস্টারমশাই বিনয়বাবু নিজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা চটি বই ছাপিয়ে বের করেছিলেন। আবার বলি, সামান্য মাইনের চাকরিতে সংসার চালিয়ে, বড় ছেলের নাম রথীন্দ্রনাথ, ছোট ছেলের নাম সমীকেন্দ্রনাথ রেখে বাড়িতে কাকিমাকে সারা জীবন ঘটিহাতা ব্লাউজ পরিয়ে অকল্পনীয় কৃষ্ণসাধনের পরেও এমন উৎসাহ দেখে "কেয়াবাত" না বলে উপায় নেই। তবুও উনি আবেগমথিত কণ্ঠে যখনই "তোমরা ভেবে দেখো, উনি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন, যে সময় ইলেকট্রিসিটি ছিল না, বাস-ট্রাম ছিল না, সে যুগেও উনি কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন' বলে হাল্কা ঠোঁট কাঁপিয়ে মাটির দিকে চেয়ে চশমার কাচ মুছতেন, আমাদের কেমন একটা খটকা লাগত। আমাদের ক্লাসের সুমন্ত্র বরাবরের চুপচাপ ভাল মানুষ কারও সাতে-পাঁচে না থাকা বেচারা মার্কা ছেলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুররা তো জমিদারির পয়সায় বড়লোক ছিলেনই, কিন্তু ওঁদের এত কাঁচা পয়সার আসল সোর্স যে মিষ্টি বিক্রি করে, সেটা কি জানতেন? রবীন্দ্রনাথের বাবার নাম ছিল দ্বারিকানাথ ঠাকুর, ওই নামেই দ্বারিকের মিষ্টির দোকান বড় রাস্তার ওপর এবং সারা দিন বিক্রি দেখলে মাথা ঘুরে যাবে ইত্যাদি ঐতিহাসিক কারণ ছাড়াও সামাজিক কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য আমরা সুমন্ত্রর লেখা থেকেই প্রথম জানতে পারি। আপনারা ভাবছেন ফের সস্তা রসিকতায় বাজার মাত করার চেষ্টা করছি তা করছি সন্দেহ নেই, তবে এতেও সন্দেহ নেই যে, গত বেশ কিছু দশক আমাদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই যে এত পপুলার কবি হয়ে উঠেছেন, তার ভিত্তি এই ধরনের কয়েকটি পাথ-ব্রেকিং ইনফরমেশন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একা হাতে আমাদের জীবন, সাহিত্য, ছবি দেখার চোখ, রাজনীতি, স্বদেশ ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ফান্ডামেন্টাল প্রেমাইসগুলোকে যেমন উল্টে পাল্টে দিয়েছিলেন, তেমনই আবার আমরা "সে যুগেও নোবেল" পাওয়ার মতো অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা বা দ্বারিকের সন্দেশ ব্যবসার সঙ্গে ওঁদের পৈতৃক যোগাযোগ স্থাপিত করে ওঁকে সমকালের প্রয়োজন অনুযায়ী ছাঁচে ফেলে গড়েপিটে নিয়েছি। এই ভাবেই নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মিয়ানমারের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী গোষ্ঠী কারা এবং তাদের শক্তি কেমন ?

মুন্নী আক্তার

মিয়ানমারে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এবারই সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ আক্রমণের মুখে পড়েছে সামরিক সরকার। এই তুমুল প্রতিরোধের পেছনে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়া জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী যেমন রয়েছে, তেমনি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে একটি জোট সামরিক বাহিনীকে কোণঠাসা করে ফেলেছে বলে জানা যাচ্ছে। এই জোট বলছে, তাদের এখন মূল লক্ষ্য হচ্ছে জান্তা সরকারের পতন। তবে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স ছাড়াও আরো বেশ কিছু জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী রয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "রোহিঙ্গাদের নৃগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ায় তাদের বাদ দিয়ে মিয়ানমারে মোট ১৩৫টি নৃগোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে তুলনামূলক শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলোর সশস্ত্র বাহিনী রয়েছে।" নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর(অব:) ইমদাদুল ইসলাম বলেন, "শান রাজ্যের শান আর্মি, তাং এবং ওয়া আর্মিরাই প্রধান বিদ্রোহ গোষ্ঠী যারা দীর্ঘদিন ধরে জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে।" তবে এদের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে ব্রাদারহুড। যেখানে একাধিক বিদ্রোহী গোষ্ঠী জোটবদ্ধ হয়েছে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে।

ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট- এনইউজি কী?

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাম্প্রতিক সংঘাত বুঝতে হলে আসলে সেখানকার ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট-এনইউজি কে বুঝতে হবে। এনইউজি বা ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট হচ্ছে একটি বেসরকারি প্রশাসন। সেনা অভ্যুত্থানের বিরোধী অ্যাক্টিভিস্ট ও রাজনীতিবিদরা মিলে এটি গঠন করেছে। এনইউজি'র পক্ষে মিয়ানমারে জনসমর্থন রয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যালয় রয়েছে এদের। ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট অব পিস এর তথ্য অনুযায়ী, কারেন, কাচিন, কারেন্নি ও শিন-এরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রশাসন ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট-এনইউজি এর সাথে সম্পৃক্ত। মিজানুর রহমান বলেন, এনইউজি হচ্ছে মিয়ানমারের এক ধরনের 'নির্বাসিত সরকার'। অর্থাৎ বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর সমন্বয়ে এমন একটি সরকার গঠন করা হয়েছে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় না থাকলেও জান্তা সরকারের বিরোধীপক্ষ হিসেবে কাজ করছে। "এটাকে অ্যাকাডেমিকরা বলি 'গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল' বা যে সরকার নির্বাসনে আছে। আগে নির্বাচিত সরকারের কিছু সংসদ সদস্য ও আইনপ্রণেতা মিলে ২০২১ সালে সেনা অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তারা এই সরকার গঠন করে।"

থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স কারা?

কোকাং এমএনডিএএ- মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি, তাং টিএনএলএ- তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি এবং আরাকান আর্মি - তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী মিলে একটি জোট গঠন করেছে যাকে বলা হয় থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স। এটি ৩বিএইচএ নামেও পরিচিত। ২০১৯ সালে তিনটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী জোটবদ্ধ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা এমএনডিএএ এবং আরাকান আর্মির শক্ত ঘাঁটি শান ও রাখাইন রাজ্যে সামরিক বাহিনীর উপর হামলা চালানোর উপর জোর দেয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মিজানুর রহমান বলেন, এই তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠী ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট-এনইউজি-কে সমর্থন দিচ্ছে। "এই থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স বা মিয়ানমারের সশস্ত্র এথনিক আর্মড গ্রুপগুলোর কোয়ালিশনটা তৈরি হয়েছে সেটা আসলে এনইউজি এর ছত্রছায়ায় বা এনইউজির সমর্থন পাচ্ছে। আবার এনইউজিও তাদের সমর্থন পাচ্ছে। সহজভাবে বলতে গেলে তারা পরস্পরকে সমর্থন দিচ্ছে।"

আরাকান আর্মি- আরাকান আর্মি মূলত মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা। কিন্তু এরা ব্যাপক আকারে মিয়ানমারের পূর্বাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এদের নিয়েই গঠিত হয়েছে আরাকান আর্মি। বর্তমানে মিয়ানমারে এরা সবচেয়ে বেশি অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী বিদ্রোহী গোষ্ঠী। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আরাকান আর্মির ভাষ্য অনুযায়ী, তারা রাখাইন রাজ্যে একাধিক জাতিগোষ্ঠীর আরাকানিদের সার্বভৌমত্ব অর্জনের লক্ষ্য লড়াই করে যাচ্ছে। আরাকান আর্মির মধ্যে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরাও অন্তর্ভুক্ত। মিয়ানমারের পত্রিকা ইরাবতীর তথ্য অনুযায়ী, আরাকান আর্মির শক্তিশালী অনেকগুলো ব্যাটালিয়ন রয়েছে এবং তাদের অধীনে প্রায় ৩০ হাজার সেনা রয়েছে। মিজানুর রহমান বলেন, আরাকান আর্মি হচ্ছে রাখাইন নৃগোষ্ঠীর একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী। এটা মূলত একটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনী। থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় এবং প্রশিক্ষিত সশস্ত্র গোষ্ঠী। মিয়ানমার ন্যাশনাল-ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) চীন সীমান্তের উত্তরাঞ্চলের শান রাজ্যে পরিচালিত হয় মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি-এমএনডিএএ। গোষ্ঠীটির মতে, তারা স্থানীয় কোকাং জাতিগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে, গত ২০ বছর ধরে শান রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এমএনডিএএ। ২০০৯ সালে এই গোষ্ঠীকে রাজ্যটির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে সীমান্ত রক্ষা বাহিনী হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলে সামরিক বাহিনীর সাথে তাদের সংঘাত শুরু হয়। মিয়ানমারের পত্রিকা ইরাবতীর তথ্য অনুযায়ী, এমএনডিএএ এর অধীনে চারটি ব্রিগেড এবং ছয় হাজারের মতো সেনা রয়েছে। তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) পাহাড়ের উপর ছোট ছোট গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে। টিএনএলএ হচ্ছে রাজনৈতিক সংগঠন পালাউং সেলফ লিবারেশন ফ্রন্টের সশস্ত্র শাখা। টিএনএলএ এর উত্থান হয় ১৯৯২ সালে এবং তারা বলছে যে, মিয়ানমারে "প্রকৃত ফেডারেলিজম" প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা। মিয়ানমারের পত্রিকা ইরাবতীর তথ্য অনুযায়ী, টিএনএলএ এর অধীনে সাতটি ব্রিগেড ও আট হাজার সেনা রয়েছে। সব মিলিয়ে তিন বাহিনীর সেনার সংখ্যা ৪৫-৫০ হাজারের মতো। শক্তির দিক থেকে ধরতে গেলে তারা মিয়ানমারের গৃহযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো যেসব বিদ্রোহী গোষ্ঠী পিপলস ডিফেন্স ফোর্স (পিডিএফ) ২০২১ সালে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে সামরিক বাহিনীর নিয্যাতনের পর স্থানীয় অ্যাক্টিভিস্টদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী হচ্ছে পিপলস ডিফেন্স ফোর্স। শান রাজ্যে সামরিক বাহিনীর কোণঠাসা অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের মতো হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং জান্তা সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছে। ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট অব পিস এর তথ্য অনুযায়ী, তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে নিয়ে পিপলস ডিফেন্স ফোর্স- পিডিএফ তৈরি হয়েছে। এরা হচ্ছে, পিডিএফ, লোকাল ডিফেন্স ফোর্সেস (এলডিএফ) এবং পিপলস ডিফেন্স টিম (পিডিটি)। ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট অব পিস জানায়, পিডিএফ এর অধীনে প্রায় ৬৫ হাজার সেনা রয়েছে। এদের মধ্যে ২০ শতাংশের হাতে মিলিটারি গ্রেডের অস্ত্র রয়েছে এবং আরও ৪০ শতাংশের হাতে দেশি অস্ত্র রয়েছে। ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, পিডিএফ এর ৩০০টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে যার প্রতিটির অধীনে ২০০-৫০০ পর্যন্ত সেনা রয়েছে। আরও ৬৩টি ব্যাটালিয়ন এনইউজি এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। পিডিএফ এর বেশিরভাগ বাহিনী এনইউজি এর প্রতি অনুগত। তবে চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্স (সিডিএফ), কারেন্নি ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স এবং কাচিন পিপলস ডিফেন্স ফোর্স জাতিগত সশস্ত্র বাহিনী (ইএও)এর অধীনে পরিচালিত হয়।

লোকাল ডিফেন্স ফোর্স-এলডিএফ যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সটিটিউট অব পিস এর তথ্য অনুযায়ী, ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট জানিয়েছে যে, মিয়ানমারে ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৪০১টি লোকাল ডিফেন্স ফোর্স-এলডিএফ সক্রিয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫৪টি এনইউজি এর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছে। একশটি দল যোগ দিয়েছে পিডিএফ এর সাথে। আর বাকিগুলো পিডিটি এর সাথে যুক্ত হয়েছে। স্থানীয় এসব প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে বেশিরভাগই ২০২১ সালের মার্চের পর গঠিত হয়েছে। এলডিএফ এর অধীনে প্রায় ৩০ হাজার সেনা রয়েছে। এলডিএফ মূলত সাম্প্রদায়িক এবং ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর দেয়া তহবিলের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। পিপলস ডিফেন্স টিম-পিডিটি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সটিটিউট অব পিস বলছে, পিপলস ডিফেন্স টিম গঠন করেছে ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট বা এনইউজি। এরা মূলত শহরাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করে। তবে বর্তমানে তারা গ্রামীণ এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ছে।

এনইউজি এর তথ্য অনুযায়ী, ৩৩০টি শহরের মধ্যে ২৫০টি শহরে পিডিটি গঠন করা হয়েছে।

পিডিটি মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বেশি সক্রিয়। বিশেষ করে সাগাইং এবং মাগওয়ে এলাকায় এদের তৎপরতা বেশি। এরা মূলত দেশি হালকা অস্ত্র ব্যবহার করে থাকে।

ওয়া- ওয়া হচ্ছে একটি শক্তিশালী বিদ্রোহী গোষ্ঠী যাদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ও ২০ হাজারের মতো সেনা রয়েছে। এদের সমর্থন দেয় চীন। ১৯৮৯ সালে তারা মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সাথে একটি অস্ত্রবিরতি চুক্তি সই করেছিল। এরপর থেকে তারা সাধারণত সশস্ত্র সংঘাত এড়িয়ে চলে। জান্তা ও বিদ্রোহীদের চলমান সংঘাতে তারা নিজেদেরকে নিরপেক্ষ দাবি করে। কিন্তু দেশের অন্যান্য এলাকায় সরকার বিরোধী বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর কাছে যে অস্ত্র সরবরাহ করা হয় তার বেশিরভাগই এরাই করে থাকে বলে মনে করা হয়। চিন জাতিগোষ্ঠী- ভারতের সাথে সীমান্ত এলাকায় চিন জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান। তারা তাদের রাজ্যে বেশ প্রভাবশালী এবং সম্প্রতি তারা রিখাওদার নামে সীমান্ত শহর দখল করে নিয়েছে। কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন মিয়ানমারের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন। তারা থাইল্যান্ডের সাথে সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুটগুলোতে থাকা সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে অভিযান জোরদার করেছে। সর্ব দক্ষিণের রাজ্য তানিথারি-তে বর্তমানে সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে নিয়মিত হামলা চালানো হয় বলে বিবিসির খবরে বলা হচ্ছে। কারেন্নি বিদ্রোহী গোষ্ঠী থাইল্যান্ড সীমান্তের কায়াহ রাজ্যে কারেন্নি নৃগোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনী রাজ্যটির বেশিরভাগ অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। তারা রাজ্যের প্রধান শহর লইকাও দখলে নিতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং শহরটির বাইরে থাকা একটি বিশ্ববিদ্যালয় এরইমধ্যে দখল করে নিয়েছে। অস্ত্র কারা দিচ্ছে? নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব.) ইমদাদুল ইসলাম বলেন, বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো স্থানীয়ভাবেই নিজেরা নিজেরদের রসদ যোগাড় করে নেয়। তবে অস্ত্র আসলে তাদেরকে বৃহৎ কোন শক্তি সরবরাহ করে বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, "অস্ত্র যোগানের বিভিন্ন সমর্থিত ও অসমর্থিত সূত্রে বলা হচ্ছে, চীন থেকে অস্ত্রের সরবরাহ পায়। আর এটা আসে তান এবং ওয়া, কাচিন এবং আরাকান আর্মির মাধ্যমে।"

কালোবাজারে অস্ত্র বেচা-কেনা সম্পর্কে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে চীনের চেয়ে থাইল্যান্ডের জড়িত থাকার সম্ভাবনা বেশি।

ইউনাইটেড স্টেটস ইন্সটিটিউট অব পিস এর এক আর্টিকেলে বলা হয়, বেশিরভাগ বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো প্রথম হাতে তৈরি অস্ত্র দিয়ে লড়াই শুরু করে। এর মধ্যে রয়েছে বন্দুক, গ্যাস রাইফেল এবং হাতে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র। এই সংস্থাটি বলছে, মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কোন অস্ত্র সহায়তা দেয়নি। এর পরিবর্তে এসব গোষ্ঠী স্থানীয় সশস্ত্র নৃগোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র এবং কালো বাজার থেকে কেনা অস্ত্রের উপরই বেশি নির্ভর করে। এনইউজি এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে ইন্সটিটিউট অব পিস তাদের আর্টিকেলে জানায়, এনইউজি প্রায় ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে এবং এর বেশিরভাগ অংশই সশস্ত্র প্রতিরক্ষা বাহিনীর অর্থায়নে ব্যয় করা হয়েছে। সংস্থাটির একজন গবেষক ইয়ে মিও হাই এক প্রতিবেদনে বলেছেন, সারা দেশে ৭০টিরও বেশি অস্ত্র কারখানা রয়েছে যেগুলো থেকে উৎপাদিত অস্ত্র স্থানীয় চাহিদার ৩০ শতাংশ মেটায়। পিডিএফ এর ৬০ শতাংশ সেনা সশস্ত্র হলেও প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাত্র ৫০ শতাংশ সেনার হাতে অস্ত্র রয়েছে। আর এদের বেশিরভাগই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নিম্নমানের অস্ত্র। বেশিরভাগ সেনার কাছে কৌশলগত অস্ত্র যেমন গোলাবারুদ, আকাশ প্রতিরক্ষা অস্ত্র এবং সাঁজোয়া যান বিধ্বংসী কোন অস্ত্র নেই।

আকাশ প্রতিরক্ষা অস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সীমিত আকারে যুদ্ধে জড়ানোর মতো সক্ষমতা রয়েছে। যে কারণে গ্রামীণ বা দুর্গম এলাকায় গেরিলা কৌশলে যুদ্ধে জয় পেলেও শহরাঞ্চলে জান্তা বাহিনীর মোকাবেলা করা কষ্টকর হয়ে পড়বে বিদ্রোহীদের পক্ষে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত খোয়াইয়ের নারী সমিতির নেত্রী গৌরি পালকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।

‘ভবিষ্য’ এবং সিপিইএনজিআরএএমএস সংক্রান্ত কর্মকান্ডের খতিয়ান প্রকাশিত

নতুন দিল্লি, ২০ মে ২০২৫। কেন্দ্রীয় সরকার পেনশন গ্রহীতাদের ডিজিটাল ক্ষমতায়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে। ‘ভবিষ্য’ হল পেনশন মঞ্জুর এবং প্রদান প্রণালীর নজরদারির জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল। এর ফলে অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের সময় মতো পিপিও ইস্যু করা সম্ভব হচ্ছে। সিপিইএনজিআরএএমএস পোর্টাল অভিযোগ নিষ্পত্তিতে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিয়ে এসেছে।

এপ্রিল ২০২৫-এ বিভিন্ন মন্ত্রক / দপ্তরের ‘ভবিষ্য’ এবং সিপিইএনজিআরএএমএস সংক্রান্ত কর্মকান্ডের খতিয়ান প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় পেনশন দপ্তর।

৩০.০৪.২০২৫ পর্য্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ৯৯টি মন্ত্রক / দপ্তর এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা সংস্থায় সংস্থার সচিবালয় ‘ভবিষ্য’-কে কাজে লাগানো হচ্ছে। উমঙ্গ মঞ্চের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে ‘ভবিষ্য’-র পরিষেবা পাওয়া যায়। অবসরের মুখোমুখি থাকা ২০,০০৩ জন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ‘ভবিষ্য’ পোর্টালের মাধ্যমে নতুন ফর্ম ৬-এ পেশ করেছেন। ৮৩ শতাংশ পিপিও নির্দিষ্ট সময়ে ইস্যু করা সম্ভব হয়েছে।

সিপিইএনজিআরএএমএস পোর্টালে ২০২৫-এর এপ্রিলে ৮,৩৯৬টি পেনশন সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এযাবৎ দায়ের হওয়া অভিযোগের ৬১ শতাংশেরই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এক মাসের মধ্যে। এই কাজটিও হচ্ছে আগের তুলনায় অনেক দ্রুত গতিতে। জমে থাকা অভিযোগের সংখ্যা মার্চের শেষে ১১,৮১৭ থেকে কমে এপ্রিলের শেষে হয়েছে ১০,১৭৯।

নাগাল্যান্ডে বর্ষা প্রস্তুতি বৈঠক, মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর সতর্কতার আহ্বান

কোহিমা, ২০ মে: নাগাল্যান্ড সরকার বর্ষা মৌসুমের পূর্বে রাজ্যের সার্বিক প্রস্তুতি পর্য্যালোচনার জন্য আজ নাগাল্যান্ড সিভিল সেক্রেটারিয়েটের মুখ্যমন্ত্রীর কনফারেন্স হলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজন করে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী ও এনএসডিএমএ -এর চেয়ারম্যান নেইফিউ রিও।

বৈঠকে বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এবং বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রাপ্যতা, রাস্তা ও সেতুর অবস্থা, বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং জনগণের কল্যাণে জরুরি তহবিল বরাদ্দ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী রিও নির্দেশ দেন, বর্ষা শুরু হওয়ার আগে রাজ্যের সব জেলায় জরুরি পণ্যের প্রাপ্যতা যাচাই করতে হবে। কোথাও ঘাটতির খবর থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করতে হবে এবং ফেয়ার প্রাইস শপগুলিতে ভোক্তাদের অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে কি না, তা নজরে রাখতে হবে।

বর্ষায় জাতীয় সড়কে ট্রাকের লোড বহনের সীমা নির্ধারণ এবং তা কঠোরভাবে নজরদারির নির্দেশ দেন রিও। তিনি প্রশাসন ও পুলিশকে ট্রাফিক মসৃণ রাখতে নিয়মিত রোড চেক চালানোর নির্দেশ দেন। এছাড়াও রাজ্যে স্টেট কোয়ালিটি কন্ট্রোল বোর্ড পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

রাস্তা ও সেতু বিষয়ক মন্ত্রী জি. কাইতো আয় জানান, নাগাল্যান্ডের জনগণ টেকসই ও মানসম্পন্ন রাস্তা চায়, এজন্য এনএইচআইডিসিএল -কে আরও দায়িত্ববান ভূমিকা নিতে হবে। তিনি দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরকে বর্ষা মৌসুমে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য বিশেষ তহবিল বরাদ্দ রাখার অনুরোধ জানান।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু করতে হবে এবং যন্ত্রপাতির প্রস্তুতি সম্পর্কেও তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে।

পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মন্ত্রী জ্যাকব জিমোমি বলেন, নাগাল্যান্ডের মাটি অত্যন্ত আর্দ্র প্রকৃতির হওয়ায় রাস্তা নির্মাণে মাটি পরীক্ষা ও সঠিক প্রোটোকল মেনে চলা আবশ্যক। তিনি কনট্রাক্টরদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাস্তা নির্মাণ শেষে যেন কোনও অবশিষ্ট নির্মাণ সামগ্রী ফেলে না রাখা হয়।এনএসডিএমএ -র যুগ্ম প্রধান নির্বাহী জনি রুয়াংমেই বলেন, ২০২৫ সালের বর্ষায় রাজ্যে বৃষ্টিপাতের ধরণ হবে অপ্রত্যাশিত ও অমসৃণ, যার ফলে কৃষিকাজের

সরকারী-ই-বাজারস্থল সরকারী ক্রয়েরস্ফুলিঙ্গায়ন

পীযূষ গোয়েল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী

সরকারী ক্রয়ের জন্য একটি স্বচ্ছ, সর্বব্যাপী ও সুদক্ষ মঞ্চের সংস্থান করতে সরকারী-ই-বাজারস্থল (জি-ই-এম)অতি দ্রুত এক বিশ্ব নেতা রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। এটা ১লক্ষ ৬০ হাজারেও বেশি সরকারী ক্রেতার সঙ্গে ২৩ লক্ষ বিক্রেতা ও পরিষেবা প্রদানকারীকে সংযুক্ত করছে, এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর দিকদর্শনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী রূপান্তরধর্মী ডিজিটাল উদ্যোগের সূচনা করার পর থেকে নয় বছরে সরকার যে বিভিন্নসামগ্রী ও পরিষেবা ক্রয় করছে তার থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করা এবং বিভিন্ন স্টার্ট-আপ, এমএসএমই, মহিলা ও ছোট ছোট শহরগুলিতে বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যকে বাণিজ্যের সুযোগ প্রদান করার পথে জি-ই-এম বিপ্লবায়ন সাধন করেছে।

এই ব্যবহারকারী-বান্ধব মঞ্চটি হল একটি সত্যিকারের রত্ন। সরবরাহ ওনিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে কুখ্যাত ও অসাধু মহানির্দেশনালয়টি বহাল তবিয়তে আসীন ছিল এবং যা ছিল একটি অস্বচ্ছ ও অপ্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা আর যে ব্যবস্থাটি শুধুমাত্র কয়েকজনকে অস্বচ্ছ উপায়ে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিত এই মঞ্চটি সেই ব্যবস্থাকে উৎখাত করেছে। ঠিক একইভাবে যথাযথ উপায়ে এক সময়ে যে জমি এই অদৃশ্য কর্তপক্ষ দখলদারি বজায় রেখেছিল সেই জমির উপরেই নির্মাণ করা হয়েছে বাণিজ্য ভবন।

নজর কাড়া বৃদ্ধিঃ ২০১৬-য় জি-ই-এম পোর্টাল চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্য্যন্ত এর মাধ্যমে ১৩ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি অর্থ লেনদেন করা হয়েছে। এই মঞ্চটিতে সরকারী সংগ্রহের পরিমান ২০২৪-২৫-এ ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার রেকর্ড স্পর্শ করতে পেরেছে। চলতি অর্থ বছরে জি-ই-এম এর বাণিজ্যের পরিমান ৭ লক্ষ কোটি টাকায় তোলার জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছে।নিঃসন্দেহে জি-ই-এম সরকারী সংগ্রহের প্রেক্ষাপটে একটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে সুবিশাল জলহস্তির মতো আবির্ভূত হয়েছে। বাণিজ্যের পরিমানগত দিক থেকে জি-ই-এম পোর্টালটিকে বিশ্বের বৃহত্তম সরকারী সংগ্রহের পোর্টাল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে এবং অতি নিকট ভবিষ্যতেই এটি সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থ লেনদেনের প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কোরিয়ার ‘কোনেপস’-কে ছাড়িয়ে যেতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সৎ বাণিজ্যগুলিকে আরোও বেশি পরিমান সুযোগ সুবিধা এনে দিয়েছে জি-ই-এম, তা ছাড়া এটি কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সহায়তা করে চলেছে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, আর্থিক পরিভাষাগত দিক থেকে জি-ই-এম-এর গুরুত্ব তার বাস্তবিক বৃদ্ধির পরিধিকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে, যা যে কোনো দানবীয় ই-বাণিজ্যের কাছে নিজেই হয়ে উঠেছে ইর্ষার কারণ।

সাম্যতাযুক্ত বৃদ্ধির চালিকাশক্তিঃ ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’-এর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর যে মিশন জি-ই-এম সেই মিশনেরই পথরেখা ধরে সাম্যতাযুক্ত বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। এই পোর্টালটি কোনো রকম মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই স্টার্টআপ, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য তাদের উৎপাদিত সামগ্রী ও পরিষেবাগুলি সরকারী ক্রেতাদের তুলে ধরতে করে ব্যবসা করার কাজে নতুনতর ও সহজতর পন্থা চালু করার মাধ্যমে নিয়ত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। জি-ই-এম ক্রত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-ক্ষমতা সম্পন্ন একটি চাটবোট নিযুক্ত করেছে, এর নাম ‘জি-ই-মাই’, এটি এমন একটি প্রশিক্ষিত যান্ত্রিক সামগ্রী যা প্রচলিত বিশ্লেষক ও বাণিজ্যিক বুদ্ধিমত্তায় সমৃদ্ধ। এই স্মার্ট চাটবোটটি ৮-টি আঞ্চলিক ভাষায় পাওয়া যায় এবং জি-ই-এম পোর্টালে বাণিজ্যকে আরোও সহজতর করতে ভয়েস কমান্ড সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা সুসজ্জিত।

জি-ই-এম পোর্টাল প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরিচালনায় ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যকে মাথায় রেখে একটি চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। এটা সমাজের প্রান্তিক অংশের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন করতে এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য অতিরিক্ত শক্তি রূপে সদা সর্বদা কাজ করে চলেছে। অন্য দিকে এই মঞ্চটি করদাতাদের অর্থ সঠিক ও কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে এক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উন্নত মানের উৎপাদন সামগ্রী সংগ্রহ করার কাজটিকে সুনিশ্চিত করে চলেছে।

ডঃ এমআর শ্রীনিবাসন-এর প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

নতুন দিল্লি, ২০ মে ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির অন্যতম পুরোধা ডঃ এমআর শ্রীনিবাসনের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জ্বালানি ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক পরিকাঠামো নির্মাণে ডঃ শ্রীনিবাসন-এর অবদান অবিস্মরণীয়। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের নেতৃত্বে তাঁর ভূমিকা মনে রাখার মতো। বিজ্ঞান গবেষণায় অগ্রগতি এবং তরুণ বিজ্ঞানীদের দিশা নির্দেশে তিনি যে ভাবে কাজ করেছেন তাতে সারা দেশ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী ডঃ এমআর শ্রীনিবাসনের পরিবারের সদস্য ও অনুগামীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ মাহিলার নাম শ্রীমতি জয়া দেবী চাকমা, বয়স ২৭ বৎসর, স্বামি- শ্রী জ্যোতির্ময় চাকমা, ঠিকানা-পূর্ব মচলী, থানা-মনু, জেলাঃ-ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ-শ্যামলা, উচ্চতাঃ-৪.৭ ফুট, উক্ত মাহিলা গত ৩১-০৮-২০২৪ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজাখুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। উক্ত বিষয়ে মনু থানায় গত ০৬-০৯-২০১৪ ইংতারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১২। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিখোঁজ মাহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগেরঠিকানাঃ-
পুলিশসুপার,
ধলাইজেলা, আমবাসা
দূরাভাষ নম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশকন্টোল, ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
ICA/D-245/25

স্বাক্ষরঃ- মিদির লাল দাগ
পুলিশসুপার ধলাই জেলা, আমবাসা

PNIe-T NO:- 21/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 07/05/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer(OEM) of OTIS Lift / Original Equipment Manufacturer(OEM) authorized service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lifts for the following work:
Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 01 (One) No. 13 Passenger Capacity, G+3 type OTIS Make passenger lift (Machine No.- V2258), installed at General Entry (in between Block 6 & 7) of Secretariat Building, Agartala, West Tripura for a period of 03 (Three) years.
1. Estimated Cost: Rs 9,70,000.00
2. Earnest Money: Rs 19,400.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 28/05/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 631/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

PNIe-T No:-05/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26
e-Tender in Two bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 16/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 11,86,896.00	₹ 23,738.00	Upto 3.00 P.M on 30.05.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 30.05.2025 if possible
2	DNIeT No. : 17/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 9,70,103.00	₹ 19,402.00			
3	DNIeT No. : 18/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 9,49,641.00	₹ 18,993.00			
4	DNIeT No. : 19/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 8,86,779.00	₹ 17,736.00			
5	DNIeT No. : 20/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 9,05,651.00	₹ 18,113.00			
6	DNIeT No. : 21/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 7,99,591.00	₹ 15,992.00			
7	DNIeT No. : 22/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 8,50,081.00	₹ 17,002.00			
8	DNIeT No. : 23/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 3,92,148.00	₹ 7,843.00			
9	DNIeT No. : 24/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 3,03,600.00	₹ 6,072.00			
10	DNIeT No. : 25/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 3,03,600.00	₹ 6,072.00			
11	DNIeT No. : 26/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 8,97,255.00	₹ 17,945.00			
12	DNIeT No. : 27/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 12,04,722.00	₹ 24,094.00			

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in or https://etenders.gov.in/eprocure/app https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/ eedwssbm@gmail.com

(For and on behalf of Governor of Tripura)
ICA/C 6354.25

(Er. RD Barma) Executive Engineer
DWS Division, Sabroom South Tripura District
"Conserve Water Save Life"

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE(PWD)/BLN/2025-26
DATED, 14-05-2025

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central upto 3.00 P.M. on 04-06-2025 for the following work:

SL NO	DNIT NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	Urgent maintenance of emergency and female ward of Belonia Sub-Divisional Hospital during the year 2024-25. / SH: Roof treatment, Plaster, Colour, Replacement of water supply pipelines, RCC work for existing chajjas, Septic tank, Soak pit and allied works. DNIeT No. 10/NIT/EE/BD/PWD/BLN/2025-26	₹19,16,832/-	₹38,337/-	180 (One hundred eighty) days	Appropriate Class

• Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 04-06-2025
• Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 04-06-2025
• Cost of Tender document: *.1,000/-
• Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.
ICA/C/ 627/25

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer, Belonia Division,
PWD(R&B) Belonia, South Tripura

Press Notice inviting e-Tender No:- 08/NIT/EE/PWD/AMP/2025-26 Date:- 16-05-2025.

The Executive Engineer, Amarpur Division, PWD(R& B), Amarpur, Gomati District, Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

SL NO.	Name of work	Estimated Cost	Earnest (in Rs)	Time of Completion	Class of Bidders
1	FDR / Mtc. Of road from Natun Bazar Tehsil office to Hanging Bridge Via Madhan Mohan Ashram at ch. 0.00 km to 0.70 km (L= 700.00 mtr) under Jatanbari PWD(R&B) Sub-Division / SH:- Throughout Re-carpeting (L= 0.700 Km) , Sand seal coating, WBM Gr-3 & Construction of Brick Masonry Cover drain (L= 190.00 Mtr) during the year 2025-26. DNIT-06/NIT/SE-III/R/2025-26	Rs. 46,08,044.00	Rs.92,161.00	180 Days	APPROPRIATE CLASS

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portalhttps://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 625/25

For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er Samit Das)
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-03/EE/ RDUD/G/2025-26 DATED-15/05/2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur, Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 27/05/2025 for the following work-
1. Construction of Health Sub Center at Lovestory under Matabari RD Block financial year 2024-25 (SOR 2023).
2. Construction of Health Sub Center at Pitra under Matabari RD Block financial year 2024-25 (SOR 2023).
3. Construction of Health Sub Center at Matabari under Matabari financial year 2024-25 (SOR 2023). during the during the RD Block during the
4. Construction of Health Sub Center at Laxmipati under Matabari RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
5. Construction of Health Sub Center at Dhuptali under Kakraban RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
6. Construction of Health Sub Center at Dudposkarini under Kakraban ´RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
7. Construction of Health Sub Center at Kunjaban under Matabari RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
8. Construction of Health Sub Center at Hachupara under Matabari RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023)
9. Construction of Health Sub Center at Dariya Bagma under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023)
10. Construction of Health Sub Center at Raiyabari under Killa RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
11. Construction of Health Sub Center at SB Nagar during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
12. Construction of Health Sub Center at Gokulpur under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
13. Construction of Health Sub Center at Bagabasa under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
14. Construction of Health Sub Center at Amtali under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
15. Construction of Health Sub Center at East Gokulpur under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
16. Construction of Health Sub Center at Hadra under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
17. Construction of Health Sub Center at Sataria under Tepania RD Block financial year 2024-25 (SOR 2023). during the
18. Construction of Health Sub Center at Tepania under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
19. Construction of Health Sub Center at West Khupilong under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
20. Construction of Health Sub Center at Karaiyamura under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
21. Construction of Health Sub Center at Bagma under Tepania RD Block financial year 2024-25 (SOR 2023). during the
22. Construction of Health Sub Center at Dhajanagar under Tepania RD Block during the financial year 2024-25 (SOR 2023).
23. Construction of new Panchayet Bhawan at Khilpara Gram Panchayet under Matabari RD Block, Gomati District. (SoR 2023)

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact
ICA/C/ 637/25

Executive Engineer
R.D Udaipur Division Gomati District,Tripura.

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

চা খাওয়ার যেসব স্বাস্থ্য উপকারিতা হয়তো অজানা

তানহা তাসনিম

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পানীয়ের তালিকায় নিঃসন্দেহে ওপরের দিকে থাকবে চায়ের নাম। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্যমতে, পানির পরে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পান করা তরল পদার্থ হলো চা।

অনেকের কাছে চা পান কেবলই একটি অভ্যাস হলেও, এর রয়েছে বেশ কিছু স্বাস্থ্যগুণও। ক্লান্তি দূর থেকে শুরু করে আয়ু বৃদ্ধি পর্যন্ত - চা পানের স্বাস্থ্যগত দিক নিয়ে বছরের পর বছর ধরে চলেছে নানা ধরনের জরিপ ও গবেষণা।

চা মূলত: তৈরি করা হয় ক্যামেলিয়া সিনেসিস নামের চিরহরিৎ গুল্ম থেকে। এই ছোট গাছের পাতা এবং পাতার কুঁড়ি সংগ্রহ করে এর থেকে চা উৎপাদন করা হয়। সচরাচর ব্ল্যাক টি বা র' চা, গ্রিন টি বা সবুজ চায়ের মতো বিভিন্ন ধরনের নাম শোনা গেলেও তা মূলত এই উদ্ভিদ থেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, পদ্ধতিতে বা পরিস্থিতিতে চাষ করা হয়ে থাকে। কফির চেয়ে চা এগিয়ে? মূলত ক্যাফেইনের কারণেই চায়ের মতো পানীয়ের দিকে বেশিরভাগ মানুষ ঝুঁকে থাকে। সকাল সকাল ঘুম তাড়িয়ে তাজা হতে চা অনেকটা ইঞ্জিনের তেলের মতোই কাজ করে।

আরেকটি পানীয় কফি বেশ জনপ্রিয় হলেও চায়ের থেকে তা কিছুটা পিছিয়ে। এর একটি কারণ হতে পারে এতে থাকা ক্যাফেইনের পরিমাণ। সমান সাইজের এককাপ কফিতে যেখানে ৮০ থেকে ১১৫ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে, সেখানে একই পরিমাণ চায়ে থাকে ৪০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন, তুলনা করলে যার পরিমাণ দাঁড়ায় অর্ধেকেরও কম। লন্ডনের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, একদিনে একই সমান চা-কফি খাওয়ার পর মনোযোগের ক্ষেত্রে অভিন্ন ফলাফল দেখা গেলেও রাতে ঘুমানোর সময় কফি খাওয়া ব্যক্তিদের কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়।

অন্যদিকে, যারা চা-ঃ খায় তাদের তাদের ঘুম তুলনামূলক দীর্ঘ ও প্রশান্তিদায়ক হয়। মানসিক চাপ কমায় চায়ের মধ্যে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, এবং সাথে সুস্বাস্থ্যের জন্য জরুরি উপাদান এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ফলে চা পান করলে স্নায়ু আরাম পায়। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা যে 'স্ট্রেস কন্ডিশন' বা মানসিক চাপে পড়ে যাই সেখান থেকে আমাদের শরীরের ভেতরে অক্সাইডস নামের এক ধরনের উপাদান সৃষ্টি হয় বলে জানান সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও চা উৎপাদন প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এফ এম সাইফুল ইসলাম। অন্যদিকে, চায়ের মধ্যে থাকে এন্টিঅক্সিডেন্ট। চায়ের মাধ্যমে শরীরে এন্টিঅক্সিডেন্ট প্রবেশ করলে তা অক্সাইডসগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে ব্যক্তি মানসিক চাপ থেকে রেহাই পায় বলে জানান তিনি। এছাড়া চা মনকে চাঙ্গা করে, শরীর সতেজ করে এবং কর্মক্ষমতা বাড়ায়।

চা যে মানুষের স্নায়ুকে শান্ত করে সে বিষয়টি বেশ কিছু গবেষণাতেও পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ভেষজ চা পানকারীদের তুলনায় নিয়মিত চা পানকারীরা তুলনামূলক শান্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়। এছাড়া আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন যারা অন্তত তিন কাপ চা পান করেন তাদের হতাশার ঝুঁকি চা পান না করা ব্যক্তিদের তুলনায় ৩৭ শতাংশ কম থাকে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ঃ- চা যে কেবল মানসিক চাপ কমায়, তা-ই নয়। বিভিন্ন গবেষণায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও চা পানের উপকারিতার দিকটি উঠে এসেছে। ২০০৯ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন কয়েক কাপ চা পানের ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে যায়। এই উপকারিতা ঠিক কতটুকু, সে সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা না গেলেও তা পাঁচ থেকে ৪০

শতাংশের মধ্যে রয়েছে বলে গবেষণায় বলা হয়েছে। চায়ে উপস্থিত অন্যান্য পুষ্টি উপাদানগুলো বিপাকে সাহায্য করে, যা কি না শরীরের ইনসুলিনকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে রক্তের গ্লুকোজকে দক্ষতার সঙ্গে সামলায়। আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, রং চা গ্রহণের পর শরীরের কোষ থেকে ১৫ গুণ বেশি ইনসুলিন বের হয়। আর ইনসুলিন পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্গত হলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। হৃৎপিণ্ড ভালো থাকে চা পানের আরেকটি উপকারিতা হলো হৃৎপিণ্ডের সুরক্ষা। নেদারল্যান্ডের ১৩ বছরব্যাপী এক গবেষণায় দেখা গেছে, চায়ের মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় এটি কিছু পরিমাণে হৃৎপিণ্ডকেও সুরক্ষা দিয়ে থাকে। প্রায় ৪০ হাজার মানুষকে নিয়ে করা গবেষণাটিতে দেখা গেছে, দিনে ছয় কাপের বেশি চা পান করা ব্যক্তিদের হৃদরোগের শঙ্কা এক- তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কমে যায়। প্রতিদিন কয়েক কাপ চা পানের ফলে এই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্ভব। যুক্তরাজ্যে ২০২২ সালে পাঁচ লাখ চা পানকারীদের নিয়ে করা আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, বেশি চা পান করার সঙ্গে মৃত্যুর ঝুঁকি কিছুটা কমে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় বলা হচ্ছে, যারা প্রতিদিন দুই কাপ বা তারচেয়ে বেশি চা পান করেন তাদের চা পান করেন না - এমন লোকদের তুলনায় যে কোনও কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি নয় থেকে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত কম থাকে। এছাড়া চা পানের ফলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের কারণে মৃত্যু ঝুঁকিও কমে যায়। সেক্ষেত্রে চায়ের তাপমাত্রা, দুধ বা চিনি যুক্ত করা কিংবা ক্যাফেইন বিপাকের হারের মতো বিভিন্ন অবস্থা নির্বিশেষে এই ফলাফল পাওয়া গেছে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক চা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

বাংলাদেশ সরকারের কৃষি তথ্য সার্ভিসের 'চা' নিয়ে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, এতে পুষ্টিগুণ সামান্য থাকলেও, পলিফেনলস, ফ্ল্যাভোনয়েডস এবং ক্যাটেচিন নামক উপাদানের উপস্থিতি ফ্রি রেডিক্যালস তৈরিতে বাধা দেয় এবং কোষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে বাধা দেয়। ফলে চা ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া চায়ে উপস্থিত পলিফেনলসের পরিমাণ ২৫ শতাংশেরও বেশি থাকায় এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে। চায়ের ক্ষতিকর দিক যেকোনো কিছুর মতোই চা-ও অতিরিক্ত পান করা ঠিক না। পরিমাণের চেয়ে বেশি চা গ্রহণ করা হলে শারীরিক নানা জটিলতার মুখেও পড়তে হতে পারে।

অতিরিক্ত চা খাওয়ার ক্ষতিকর দিক নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রবন্ধে বেশ কিছু দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো- * চায়ের ক্যাফেইন ঘুমের চক্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত চা পান ঘুমের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। * চায়ের মধ্যে থাকা থিওফাইলিন নামে একটি রাসায়নিক উপাদান শরীরে ডিহাইড্রেশনের কারণ হতে পারে যেটা হজমে সমস্যা তৈরি করে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। * ঘুমে সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্বেগ ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। * গর্ভবতী নারীদের চা পান সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা উচিত। চায়ে উপস্থিত ক্যাফেইন ভ্রূণের বিকাশে বাধা প্রধান করতে পারে যেটা পরবর্তীতে গর্ভপাত ঘটাতে পারে। * চায়ের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো অতিরিক্ত চা পান প্রোস্টেট ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় হাজার পুরুষ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ৩৭ বছর ধরে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা চা পান করে না এবং যারা প্রচুর চা পান করে তাদের মধ্যে অতিরিক্ত চা পানকারীদের প্রোস্টেট ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। চা সম্পর্কে আরো যা জানা জরুরি যারা নিয়মিত চা পান করেন, যাদের কাছে বিষয়টি অনেকটাই অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেছে এতদিনে, তারা নিজেদের রুচি ও মর্জি মতই হয়তো সেটি করবেন। তারপরও গবেষক ও চিকিৎসকদের রয়েছে এর ব্যবহার সম্পর্কে কিছু পরামর্শ, যা জেনে রাখতে পারেন: * খাবার খাওয়ার অন্তত আধা ঘণ্টা আগে অথবা খাবার খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে চা পান করা উচিৎ। * বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে চায়ের সঙ্গে দুধ বা চিনি মিলিয়ে খাওয়ার এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ২০০২ সালে হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টারের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, এক কাপ চায়ে ৫০ গ্রাম দুধ মেশানো হলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা ৯০ শতাংশ কমে যায়। আর ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমে গেলে শরীরের ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতাও কমে যায়। এছাড়াও চায়ের মধ্যে দুধ মেশালে ভাস্কুলার সিস্টেমের উপর উপকারী প্রভাব কমে যায়। * চা খাবার হজমে সহায়তা করে। * চায়ের সঙ্গে ভিটামিন সি খেলে এর গুণাগুণ অনেকাংশে বেড়ে যায়। তবে পুরোপুরি গরম চায়ের সঙ্গে ভিটামিন সি মেলালে এর কার্যকারিতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ভিটামিন সি চা খাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে মেশানো ভালো।

বাড়িতেই কী ভাবে বানাবেন পারফেক্ট বাটার চিকেন?

ভারতের যে কয়েকটা পদ মূলত, ভারতীয় খাবারকে বিশ্ব আঙিনায় একটা বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল এই বাটার চিকেন। তাই বিশ্ব বিখ্যাত শেফেরাও একাধিকবার দিল্লি ছুটে এসেছেন শুধুমাত্র অথেনটিক রেসিপি পেতে। নুন, মিষ্টি এবং টকের এক অদ্ভুত মিশ্রণ এই পদ। কথায় বলে 'দিল্লিওয়ালো কি আন, বান, শান বাটার চিকেন'। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছে থেকে কোহিমা পর্যন্ত মুরগির মাংসের এই একটা পদ প্রসিদ্ধ সব জায়গায়। খাঁটি মাখন, টমেটো পিউরি তে দীর্ঘক্ষণ কষে প্রস্তুত করা হয় মাংস। যদিও নানা রাজ্যে এই পদের স্বাদ খানিকটা বদলে বদলে যায়। তবে যদি অথেনটিক বাটার চিকেন খেতে চান তাহলে যেতে হবে দিল্লিতে।

ভারতের যে কয়েকটা পদ, মূলত ভারতীয় খাবারকে বিশ্ব আঙিনায় একটা বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল এই বাটার চিকেন। তাই বিশ্ব বিখ্যাত শেফেরাও একাধিকবার দিল্লি ছুটে এসেছেন শুধুমাত্র অথেনটিক রেসিপি পেতে। নুন, মিষ্টি এবং টকের এক অদ্ভুত মিশ্রণ এই পদ। যা সঠিক ভাবে রান্নায় নিয়ে আসা মোটে সহজ কাজ নয়। থাকে স্মোকি ফ্লেভার, ঐতিহ্য মেনে তন্দুরি চিকেন দিয়ে তৈরি করতে হয়। লাগে প্রায় ৩৮০-৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। কিন্তু এত কিছু বাড়িতে আয়োজন করাটা সম্ভব হয় না। তবে কিছু নিয়ম মানলে বাড়িতেও 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন বানানো সম্ভব। রইল সেই রেসিপি। ১। বাড়িতে 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন রান্নার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে আগের দিন সন্ধ্যে থেকেই। একটা কর্ক চিকেন কিনে তাকে চার টুকরো করে নিন। ২। একটা বড় পাত্রে এক লিটার জল দিয়ে তাতে ১০ চা চামচ নুন গুলে দিন। এবার ওই জলে মাংস ডুবিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন ৩ ঘন্টার জন্য। ৩। প্রথম ম্যারিনেশনের জন্য, ২ চা চামচ লেবুর রস, ২ টেবিল চামচ আদা-রসুন-লঙ্কার পেস্ট মিশিয়ে নিন। সঙ্গে দিন ১ চা চামচ দেশী ঘি। এক চিমটে নুন। আগেই নুন ভেজানো ছিল তাই বেশি নুন প্রয়োজন নেই। ৪। মুরগির মাংস ফ্রিজ থেকে বার করে পরিষ্কার জলে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। ভাল করে জল ঝরিয়ে মিশিয়ে রাখা মশলাটি দিয়ে ম্যারিনেট করে সারারাত ফ্রিজে রেখে দিন। ৫। একই সঙ্গে, ১৫০ গ্রাম টক দই একটি কাপড়ের সাহায্যে জল ঝরিয়ে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। ৬। পরের দিন, পরবর্তী ম্যারিনেশনের মশলা বানান। একটি প্যানে ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল গরম করে নিন। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলে, আঁচ কমিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য ঠান্ডা হতে দিন। এক চা চামচ দেশী ঘি, লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। কয়েক সেকেন্ড নাড়ুন, তারপর একটি বড় পাত্রে তেল ঢেলে রেখে দিন।

৭। এতে ১ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, ১ চা চামচ চাট মশলা, ফ্রিজে রাখা দই, স্বাদমতো নুন, এক চিমটে ছোট এলাচ গুঁড়ো এবং ১ চা চামচ মিহি করে কাটা ধনেপাতা দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিন যাতে কোনও দলা না থাকে। ৮। মুরগি ফ্রিজ থেকে বের করে নিন, এবং যদি জল বেরিয়ে থাকে তাহলে তা ঝরিয়ে নিন। এবার দ্বিতীয় মশলা ভাল করে ম্যারিনেট করে নিন। ঢেকে এক ঘন্টা রেখে দিন। এর আগে মাংসের গায়ে একটু কাট দিয়ে দেবেন। তাতে মশলা একদম ভিতর অবধি যাবে। ৯। আটটি বড় টমেটো ধুয়ে উপরের ডাঁটা বের

করে নিন। টমেটোগুলো একটি ট্রেতে রেখে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওভেনে ২৫ মিনিটের জন্য রোস্ট করুন। যদি আপনি এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করেন, তাহলে তাপমাত্রা ১৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে দিন। এই প্রক্রিয়াটি টমেটো শুকিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং উচ্চ মাত্রার ফ্রি গ্লুটামেট ছাড়বে দেবে। ১০। ২৫ মিনিট (এয়ার ফ্রায়ারে ১৮-২০ মিনিট) পরে টমেটোর খোসা ছাড়িয়ে নিন। তার উপর নুন ছিটিয়ে আবার ওভেনে দিন। সঙ্গে ১৫টি কাজু বাদাম, ১০টি রসুনের কোয়া, ১ ইঞ্চি আদা কুঁচি করে কাটা, একটি কাঁচা লঙ্কা এবং ১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুঁচি দিয়ে দিন। আরও ১৫-২০ মিনিট রোস্ট করুন। ১১। এবার কড়াইয়ে ৩ টেবিল চামচ মাখন এবং ১ টেবিল চামচ যে কোনও তেল দিয়ে গরম হলে রোস্টেড টমেটোর মিশ্রণটি দিয়ে দিন। হালকা আঁচে ৮-১০ মিনিট ধরে নাড়তে থাকুন। নামিয়ে নিয়ে ঠান্ডা হলে সবকিছু একটা মিক্সার-গ্রাইন্ডারের জারে ঢেলে দিন, ২-৩ টেবিল চামচ বরফ-ঠান্ডা জল যোগ দিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন। ১২। ইতিমধ্যে , আপনার ওভেন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (যদি আপনি এয়ার ফ্রায়ার ব্যবহার করেন তবে ১৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) প্রিহিট করুন। ম্যারিনেট করা মুরগিটি একটি বেকিং ট্রেতে রেখে ২০ মিনিট (এয়ার ফ্রায়ারে ১৫-১৮ মিনিট) রোস্ট করুন। বার করে উলটে মাখন মাখিয়ে আরও ৫ মিনিট ভাজুন। এতেই তন্দুরি হয়ে যাবে। ১৩। এবার টমেটো পেস্ট প্যানে দিয়ে মাঝারি-উচ্চ আঁচে ১০-১২ মিনিট রান্না করুন, যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। নাড়া বন্ধ করবেন না, কারণ এতে দই, কাজু আছে, ফলে ধরে যেতে পারে। ১৪। এককাপ গরম জল দিয়ে ফুটতে দিন। এবার, মুরগির মাংস ওই গ্রেভিতে মিশিয়ে দিন। মেশানোর আগে ছোট টুকরো করে নিতে পারেন। ১/৪ শাহী গরম মশলা যোগ করুন। ঢেকে রেখে ৪-৫ মিনিট হালকা আঁচে রান্না করুন। ১৫। ওপর থেকে এক চা চামচ কসুরি মেথি মিশিয়ে দিন। ২ ফোঁটা কেওড়ার জল যোগ করুন। এবার আঁচ বন্ধ করে ২ টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম এবং ১ টেবিল চামচ মাখন মিশিয়ে নিন। ১৬। এমন ভাবে মেশাবেন যাতে খানিকটা ক্রিম বোঝা যায়। শেষে একটা ফয়েলে একটুকরো গরম কয়লা নিয়ে তাতে ওপর থেকে এক চা চামচ ঘি ঢেলে তা বাটার চিকেনের পাত্রে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চাপা দিয়ে রেখে দিন ১০ মিনিট। ১০ মিনিট পর ঢাকনা খুললেই রেডি 'পারফেক্ট' বাটার চিকেন। সুন্দর করে পরিবেশন করুন রুটি বা পরোটার সঙ্গে।

ঠোঁট শুকিয়ে গেলে কি করবেন

অনেক সময়ই এমন পরিস্থিতিতে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিই। চটপট শুষ্কতা কমলেও, আসলে কিন্তু আপনার ঠোঁটের ক্ষতিই হচ্ছে।

ঠোঁট শুকিয়ে গেলেই জিভ দিয়ে চাটছেন! বড় ভুল করছেন, কেন জানেন?

শীত গিয়ে ইতিমধ্যেই গরম পড়েছে। রোদের তেজও বেশ। তার উপর তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস। এমন অবস্থায় ত্বকের বেশ হালখারাপ। শুষ্কতা বেড়েই

চলেছে। বিশেষ করে ঠোঁট যাচ্ছে শুকিয়ে। আমরা অনেক সময়ই এমন পরিস্থিতিতে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিই। চটপট শুষ্কতা কমলেও, আসলে কিন্তু আপনার ঠোঁটের ক্ষতিই হচ্ছে। কেননা, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নেওয়াটা একেবারেই সাময়িক। ঠোঁটের শুষ্কতা কমাতে আসলে প্রয়োজন সঠিক ময়েশ্চারাইজারে। যা কিনা জিভ ঠোঁটে দিলে, কিছুক্ষণের জন্য ভিজে তো যাচ্ছে, কিন্তু ঠোঁটের চামড়া ময়েশ্চারাইজ হচ্ছে না। তাহলে প্রথমেই এই অভ্যাস দূর করুন। কী করবেন?

রাতে শোয়ার আগে ভালো করে ঠোঁটে ভেজলিন বা বোরোলিন মেখে নিন। একটু বেশি পরিমাণেই মেখে নিন। দেখবেন সকালে উঠে সমস্যা দূর হবে।

হাতে অল্প অলিভ অয়েল নিন। হালকা হাতে সেই অলিভ ওয়েল মাসাজ করুন। রাতে শোয়ার আগে কিংবা স্নান করার সময় এটা করলে দেখবেন উপকার পাবেন।

পকেটে বা ব্যাগে সব সময় ভেজলিন বা বোরোলিন রাখুন। প্রয়োজনে সারাদিন ধরে এটা ব্যবহার করুন। দেখবেন, এতে সমসা মিটবে, ঠোঁট শুষ্ক হবে না। প্রচুর জল খান। শরীরে জলের ঘাটতি হলে এমন সমস্যা হতেই পারে। তাই যেকোনও ঋতুতে দিনে সাত থেকে আট গ্লাস জল খাওয়া উচিত।

কিছু ওষুধের মাঝখানে কেন দাগকাটা থাকে?

মাথা ব্যথা হোক কিংবা জ্বর। কিংবা নিয়মিত কোনও সমস্যার কারণে বেশিরভাগ মানুষই কমবেশি ওষুধ খেয়ে থাকেন। কিন্তু ওষুধের বেশ কিছু জিনিস সম্পর্কে আমাদের তেমন স্বচ্ছ ধারণা থাকে না।

মাথা ব্যথা হোক কিংবা জ্বর কিংবা নিয়মিত কোনও সমস্যার কারণে বেশিরভাগ মানুষই কমবেশি ওষুধ খেয়ে থাকেন। কিন্তু ওষুধের বেশ কিছু জিনিস সম্পর্কে আমাদের তেমন স্বচ্ছ ধারণা থাকে না। এই যেমন, বেশ কিছু ট্যাবলেটের ঠিক মাঝ বরাবর একটা সোজা লাইন কাটা থেকে। হয়তো আমরা ট্যাবলেটের মাঝখানে থাকা এই লাইন দেখেই থাকি। কিন্তু জানেন কি এই দাগ থাকার নেপথ্যের কারণ? কেনই বা সব ট্যাবলেটে এই দাগ দেখা যায় না?

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আসলে কোনও রোগীকে বিশেষ কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করার সময় ডাক্তাররা সেই ওষুধের ডোজ বেঁধে নেন। সেই সব ওষুধেই মাঝখান থেকে দাগ কাটা থাকে। যাতে রোগী ওষুধ খাওয়ার সময় সহজেই ওষুধকে মাঝখান থেকে দুভাগ করতে পারে।

বিশদে বলতে গেলে, অনেক সময় আমরা দেখি, ডাক্তার একই ওষুধ সকালে আর্ধেক সকালে ও বিকেলে আর্ধেক খেতে বলেন। আসলে ওষুধের পাওয়ারকে দুভাগে ভাগ করার ক্ষেত্রেই এই লাইনের ব্যবহার।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সব ওষুধের গায়ে এই দাগ থাকে না। তাঁর প্রধান কারণ হল, দাগ না থাকা ওষুধ গুলোর পাওয়ারকে ভাগ করা উচিত নয়। উল্টে তা ভাগ করলে বিপদ হতে পারে। বিশদে বলতে গেলে, ধরুন কোনও ঘুমের ওষুধের পাওয়ার যদি হয় ৫, তাঁরে গায়ে যদি দাগ থাকে, তাহলে তা ভাগ করে পাওয়ার কমিয়ে খাওয়া যেতে পারে। যদি কোনও ওষুধে পাওয়ার ৫ লেখা থাকে, কিন্তু দাগ না থাকে, তাহলে পুরোটাই খাওয়া শ্রেয়। চিকিৎসকর রোগীর পরিস্থিতি বুঝেই এই ধরনের ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন।

চশমা মোছার ক্ষেত্রে পাতলা টিস্যু ব্যবহার করুন

অনেকেই হাতের সামনে যা পান তা দিয়েই চশমা মুছে ফেলেন। তা জামার কাপড় কিংবা তুলো। অনেকে আবার চশমা নোংরা হলে, শুধু ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চশমা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে এভাবে হেলাফেলা করা উচিত নয়।

কাপড় দিয়ে নয়, এভাবে চশমা মুছলেই ঝকঝকে হবে

অনেকেই হাতের সামনে যা পান তা দিয়েই চশমা মুছে ফেলেন। তা জামার কাপড় কিংবা তুলো। অনেকে আবার চশমা নোংরা হলে, শুধু ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চশমা পরিষ্কারের ক্ষেত্রে এভাবে হেলাফেলা করা উচিত নয়। এরফলে চশমার লেন্স নষ্ট হতে পারে। তা কীভাবে পরিষ্কার করবেন চশমার কাচ?

চশমা মোছার ক্ষেত্রে সব সময়ই পাতলা টিস্যু ব্যবহার করুন। কাপড় দিয়ে মুছলে, কাপড়ের সুতো থেকে লেন্সে আঘাত পড়তে পারে। ব্যাপারটা

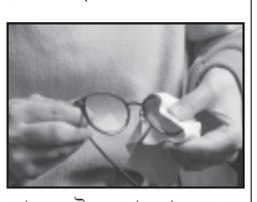

আরেকটু ভালো করে বোঝানো যাক। চশমার কাচে ধুলো জমে যায়। আর তা যদি কাপড় দিয়ে মোছা হয়, সেই ধুলো আর কাপড়ের ঘষায় কাচে স্ক্র্যাচ পড়তে পারে। টিস্যুতে সে সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রথমে জল দিয়ে হালকা করে চশমার কাচ ধুয়ে নিন। তারপর টিস্যু দিয়ে মুছে নিন।

টিস্যু না থাকলে, একটা খবরের কাগজের টুকরো জলে ভিজিয়েও মুছে নিতে পারেন। দেখবেন, এর ফলে চশমার কাচ ঝকঝকে হবে।

বাজারে চশমা পরিষ্কার করার সলিউশনও পাওয়া যায়। সেটা কাচে লাগিয়ে টিস্যু দিয়ে মুছে নিন। কখনওই মুখের ভাপ দিয়ে চশমা পরিষ্কার করবেন না। এতে কাচ নষ্ট হতে পারে।

শরীরে কোনও মারণরোগ বাসা বাঁধেনি কি না জিভের ধরন বলে দেবে

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে মুখেই। মুখের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে জিভে। তাই, সুস্থ থাকতে নিয়মিত জিভ পরিষ্কার রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

ভিতর ভিতর শরীরে কোনও মারণরোগ বাসা বাঁধেনি তো? বলে দেবে জিভের ধরন

জিভ ছাড়া কোনও কিছুর স্বাদ গ্রহণ করাটা অসম্ভব। জিভ না থাকলে আমাদের খাওয়ার ৮০ শতাংশ মজাই নষ্ট হয়ে যেত। কেবল স্বাদ গ্রহণের জন্যই কিন্তু নয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন জিভ দেখেই কিন্তু বলে দেওয়া সম্ভব আপনার শরীরে কী কী রোগ বাসা বাঁধছে। সেই কারণেই আমরা কোনও কারণে ডাক্তারের কাছে গেলেই দেখবেন, চিকিৎসক প্রথমেই জিভ দেখাতে বলেন।

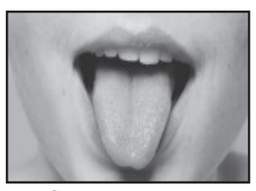

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে মুখেই। মুখের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে জিভে। তাই, সুস্থ থাকতে নিয়মিত জিভ পরিষ্কার রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

নোংরা জিভ পেট খারাপের কারণ হতে পারে। যদি আপনার জিভের রং কালো হয় এবং তাতে সাদা দাগ থাকে, তাহলে এটি আপনার পাচনতন্ত্রের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে।

যদি জিভ খুব নরম হয়, তাহলে তা শরীরে আয়রনের ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়। এমনকি রক্তাল্পতার শিকার হতে পারেন আপনি। আবার ভিটামিনের ঘাটতির কারণেও জিভের হাল খারাপ হতে পারে। প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি এবং ভিটামিন জাতীয় খাবার দাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খেয়াল করে দেখবেন অনেকের জিভে ফাটল থাকে। এটি কিন্তু মোটে ভাল লক্ষণ নয়। কিডনি রোগ এবং ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলে এই উপসর্গ দেখা যায়। এমন কিছু দেখলে একে অবহেলা করবেন না।

মুখের স্বাস্থ্যবিধির জন্য জিভ পরিষ্কার করাটা গুরুত্বপূর্ণ। দাঁতের ক্ষয় এবং মাড়ির রোগের কারণ ব্যাকটেরিয়া জিভে বাস করে। নিয়মিত জিভ পরিষ্কার রাখলে দাঁত এবং মাড়ির ক্ষয়ের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া সমূহ মুখে বাসা বাঁধতে পারে না।

খাদ্যে সচেতনতার লক্ষ্যে মঙ্গলবার আগরতলায় ফুড সেফটি গাড়ির যাত্রার সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

ওয়াকফ আইন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জমি কেড়ে নেওয়ার পথ খুলেছে, সওয়াল কপিল সিব্বলের,

স্পষ্ট সাংবিধানিক লঙ্ঘন না থাকলে আদালতের হস্তক্ষেপ অনুচিত", ওয়াকফ আইনের শুনানিতে মন্তব্য প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের

নয়াদিল্লি, ২০ মে : ওয়াকফ আইন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জমি কেড়ে নেওয়ার পথ খুলেছে, আজ সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে জোড়ালো সওয়াল করেন বরিষ্ঠ আইনজীবী কপিল সিব্বল। এদিকে, ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই বলেন, সংসদে গৃহীত কোনো আইনকে প্রাথমিকভাবে সাংবিধানিক বলেই ধরে নেওয়া হয়। তিনি মন্তব্য করেন, "যদি স্পষ্ট এবং গুরুতর কোনো সাংবিধানিক সমস্যা না দেখা যায়, তাহলে আদালতের হস্তক্ষেপ অনুচিত।" প্রধান বিচারপতি গাভাই এবং বিচারপতি এজি মাসিহের বেঞ্চে ওই আইনটির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একাধিক আবেদনের শুনানি চলছে। উল্লেখ্য, গত মাসেই সংশোধিত ওয়াকফ আইন সংসদে গৃহীত হয়।

সুপ্রিম কোর্ট পূর্বে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু চিহ্নিত করেছিল (১) প্রথাগত ব্যবহারের মাধ্যমে ওয়াকফ নির্ধারণ, (২) ওয়াকফ কাউন্সিল ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিম সদস্য মনোনয়ন, এবং (৩) সরকারি জমিকে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা। কেন্দ্র জানিয়েছিল, মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে তারা কোনও পদক্ষেপ নেবে না।

মঙ্গলবারের শুনানিতে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা জানান, এই তিনটি ইস্যু নিয়ে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই তাদের লিখিত বক্তব্য দাখিল করেছে। তবে তিনি বলেন, "আবেদনকারীদের লেখা এখন অনেক বেশি বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি অনুরোধ করব যেন এটি কেবল ওই তিনটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে।"

কিন্তু আবেদনের পক্ষ থেকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট কপিল সিব্বল ও অভিষেক মনু সিংভি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সিংভি বলেন, "তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন মামলাটি শুনে তৎকালীন পর্যায়ে কী অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া যায়, তা বিবেচনা করা হবে। এখন শুধু তিনটি বিষয়ে সীমিত রাখা যাবে না।"

আবেদনকারীদের পক্ষে কপিল সিব্বল যুক্তি দেন, সংশোধিত আইনটি ওয়াকফ সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের জন্য তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, "আইনটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে কোনও প্রক্রিয়া ছাড়াই ওয়াকফ সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া যায়।"

সিব্বল আরও বলেন, একজন ব্যক্তি যদি মৃত্যুশয্যায় থাকেন এবং ওয়াকফ তৈরি করতে চান, তবে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি গত পাঁচ বছর ধরে ইসলাম ধর্ম পালন করে আসছেন। "এই শর্ত সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক," মন্তব্য করেন সিব্বল। তিনি আরও অভিযোগ করেন, নতুন আইনে যেকোনও গ্রাম পঞ্চায়েত বা বেসরকারি ব্যক্তি অভিযোগ করলেই কোনও সম্পত্তি ওয়াকফের আওতা থেকে বাদ পড়তে পারে। "একজন সরকারি অফিসারই হবে বিচারক এবং সেই অফিসারই নিজের সিদ্ধান্তে সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারবে কোনও প্রশ্ন তোলা যাবে না," বলেন তিনি। "ওয়াকফ মানে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এটি কোনও রাষ্ট্রের মালিকানাধীন হতে পারে না। এখন সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তিই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে," অভিযোগ করেন সিব্বল।

প্রধান বিচারপতি গাভাই এই প্রসঙ্গে বলেন, "সংসদে গৃহীত আইন সাংবিধানিক বলেই ধরা হয়। যতক্ষণ না কোনও চোখে পড়ার মতো সাংবিধানিক লঙ্ঘন প্রমাণিত হয়, আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে না বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে এ নিয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই।"

২২মে রাজস্থান সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

পালানা, বিকানিরে ২৬,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ২০মে ২০২৫, পিআইবি।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২২শে মে রাজস্থানে সফর করবেন। তিনি বিকানিরে যাবেন এবং সকালে ১১ টায় তিনি দেশনোকের কার্নী মাতার মন্দির দর্শন করবেন।

এরপর সকাল প্রায় ১১:৩০ টায়, প্রধানমন্ত্রী অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পুনর্গঠিত দেশনোক স্টেশনের উদ্বোধন করবেন এবং পতাকা নাড়িয়ে বিজয়নগর-মুম্বাই এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করবেন। তিনি ২৬,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন এবং পালানায় একটি জনসভায় বক্তৃতা দেবেন।

দেশের রেল পরিকাঠামোর ক্রমাগত উন্নত করে তোলার প্রতিশ্রুতি প্রদানের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রধানমন্ত্রী ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৬টি জেলায় ১০৩টি পুনর্নির্মিত অমৃত স্টেশনের উদ্বোধন করবেন, যার জন্যে খরচ হচ্ছে ১,১০০ কোটি টাকারও বেশি। ১,৩০০ টি"র ও বেশি স্টেশনকে আধুনিক মানের সুবিধাসম্পন্ন করে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, যা অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় যাত্রীদের সুবিধা আরও বৃদ্ধি করবে। উল্লেখ্য, কার্নি মাতা মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় ও পর্যটনস্থল পরিদর্শনকারী ভক্তদের জন্যে সেবা করে থাকে এই দেশনোক রেলওয়ে স্টেশনটি, যা, মন্দিরের স্থাপত্য ধনুক ও স্তম্ভের থিম থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে। তেলেঙ্গানার বেগমপেট রেল স্টেশন কাকাতিয়া সাম্রাজ্যের স্থাপত্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে। বিহারের থাওয়ে স্টেশন মা থাওয়েওয়ালি থেকে নেয়া হয়েছে, যা ৫২টি শক্তি পীঠের একটি। এখানে এমন অনেক চিত্রকর্ম ও শিল্পকর্ম স্থাপন করা হয়েছে এবং মধুবনি চিত্রকলাকে তুলে ধরা হয়েছে। গুজরাটের ডাকর স্টেশনটি রাঁচোদ্রাই জি মহারাজ এর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুনর্নবীকৃত অমৃত স্টেশনগুলোতে আধুনিক পরিকাঠামো ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমন্বিত যাত্রী-কেন্দ্রিক সুবিধাসম্পন্ন করে তুলা হচ্ছে, যেমন দিব্যাঙ্গজনদের জন্য থাকছে বিভিন্ন সুবিধা। সুস্থায়ী অনুশীলনগুলি এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে। ভারতীয় রেল তার নেটওয়ার্কের ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা রেলের কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব করে তুলছে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, প্রধানমন্ত্রী চুরু-সাদুলপুর রেললাইন (৫৮ কিমি) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং সুরতগড়-ফালোদী (৩৩৬ কিমি); ফুলেরা-ডেগানা (১০৯ কিমি); উদয়পুর-হিমতনগর (২১০ কিমি); ফালোদী-জৈসলমির (১৫৭ কিমি) এবং সামদারি-বারমের (১২৯ কিমি) রেললাইন এর বিদ্যুতায়ন এর সূচনা করবেন।

রাজ্যের সড়ক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে একটি বিশাল সহায়তা হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী ৩টি আন্ডারপাস নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন ও জাতীয় সড়কগুলোর সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণ করবেন। রাজস্থানে ৭টি সড়ক প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন তিনি। ৪৮৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের এই সড়ক প্রকল্পগুলি পণ্য ও মানুষের নির্বিঘ্ন চলাচলকে সহজতর করবে। এই হাইওয়ে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে, নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য প্রবেশযোগ্যতা বাড়িয়ে এবং ভারতের প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

সকলের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা এবং সবুজ ও পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ প্রদানের লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রী বিকানির এবং নবাতে দুটি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এছাড়া, ডিজওয়ানা কুচামানে, এবং পাওয়ার গ্রিড সিরোহি ট্রান্সমিশন লিমিটেডের পার্ট-বি বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য স্থানান্তর পদ্ধতি এবং পাওয়ার গ্রিড মেওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটেডের পার্ট-ই সহ বিকানিরে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন সহ অন্যান্য বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন, এবং পাওয়ার গ্রিড নিমুচের জন্য স্থানান্তর ব্যবস্থা এবং বিকানির কমপ্লেক্স থেকে ফতেহগড়-২ পাওয়ার স্টেশনে রূপান্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি করবেন, যা স্বচ্ছ বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করবে এবং কার্বন নিঃসরণ কমাবে।

প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের বিভিন্ন স্থানে পরিকাঠামো, সংযোগ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সরকারি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। এতে ১২টি রাজ্য হাইওয়ের উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার মোট দৈর্ঘ্য ৭৫০ কিমি'রও বেশি এবং যার জন্যে ৩,২৪০ কোটি টাকা খরচ হবে।

এই কর্মসূচির অধীনে আরও ৯০০ কিমি নতুন হাইওয়ের সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিকানির এবং উদয়পুরে বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। তিনি রাজসমন্দ, প্রতাপগড়, ভিলওয়াড়া, ধলপুরে নার্সিং কলেজেরও উদ্বোধন করবেন, যা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি ঝুনঝুনু জেলায় গ্রামীণ জল সরবরাহ এবং ফ্লোরোসিস নিরসন প্রকল্পসহ বিভিন্ন জল পরিকাঠামো প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। এছাড়াও, এই অঞ্চলে বিভিন্ন জল পরিকাঠামো প্রকল্প, যেমন ঝুনঝুনু জেলায় গ্রামীণ জল সরবরাহ এবং ফ্লুরোসিস মোকাবেলা প্রকল্প, মৃত ২.০ এর আওতায় পালী জেলার ৭টি শহরের নগর জল সরবরাহ প্রকল্পের পুনর্গঠন জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন তিনি।

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্ত নার্লিকার-এর প্রয়াণে শোকের ছায়া, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

পুণে, ২০ মে: বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্ত নার্লিকার আজ সকালে পুণেতে ৮৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় বিজ্ঞান জগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি সামাজিক মাধ্যম পোস্টে ডঃ নার্লিকার-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, "জয়ন্ত নার্লিকার শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞানি ছিলেন না, তিনি জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে একটি আলোকবর্তিকা ছিলেন। তাঁর অগ্রগামী গবেষণা এবং মৌলিক তাত্ত্বিক অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চিরকাল প্রাসঙ্গিক থাকবে।"

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ডঃ নার্লিকার-এর প্রয়াণে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "ভারত আজ এক মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে হারাল। তিনি ভারতের বৈজ্ঞানিক পরিচয়কে গৌরবান্বিত করেছেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।"

উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার বলেন, "ডঃ নার্লিকার আমৃত্যু পরিশ্রম করেছেন, যাতে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠে।"

উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "ডঃ নার্লিকারের অবদান জাতির পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর কাজ ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রায় মাইলফলক হয়ে থাকবে।"

এনসিপি নেতা শরদ পওয়ারও ডঃ জয়ন্ত নার্লিকার-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, "তিনি ছিলেন আমাদের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর স্মৃতি ও অবদান বিজ্ঞানী সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" ডঃ জয়ন্ত নার্লিকার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেড হোয়েলের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে 'হোয়েল-নার্লিকার তত্ত্ব' প্রবর্তন করেন, যা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদান করে। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা ও জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রেও ছিলেন এক অগ্রদূত। তাঁর মৃত্যুতে ভারতীয় বিজ্ঞানজগতে এক অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া: নিউ সাউথ ওয়েলস-এ বন্যার কারণে বাসিন্দাদের সরানোর নির্দেশ, ২০ জনেরও বেশি উদ্ধার

সিডনি, ২০ মে: অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট বন্যার প্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির বাসিন্দাদের অবিলম্বে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত বন্যাকবলিত অঞ্চল থেকে ২০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রবিবার রাত থেকে সিডনির উত্তরে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টির জেরে হান্টার, ডুংগোগ, প্যাটারসন, বুলাহদেলা এবং গ্লুসেস্টার শহরে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের জরুরি পরিষেবা বিভাগ এই শহরগুলোর জন্য জরুরি সতর্কতা জারি করে স্থানীয় বাসিন্দাদের এলাকা ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে।

হান্টার এবং সংলগ্ন মিড নর্থ কোস্ট অঞ্চলের কিছু এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় ২০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে। হান্টারের প্রধান শহর নিউক্যাসেলে বিমান পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে। বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং ৩০টিরও বেশি স্কুল সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রশাসন ও জরুরি পরিষেবাগুলি ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।

কাবেরী নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি

তামিলনাড়ুর তিন জেলায় বন্যা সতর্কতা জারি

চেন্নাই, ২০ মে : ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে হোগেনাক্কালে কাবেরী নদীর জলের প্রবাহ হঠাৎ করেই দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। নদীর উৎস এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

প্রথমে যেখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪,০০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হচ্ছিল, তা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮,০০০ কিউসেক-এ। কর্ণাটকের উর্ধ কাবেরী অববাহিকায় টানা বৃষ্টিপাতকে এই প্রবাহ বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। আগামী কয়েকদিনেও আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে প্রশাসন। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে অতিরিক্ত সতর্কতা জারি করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে হঠাৎ জলস্তর বৃদ্ধির কারণে হোগেনাক্কাল জলপ্রপাতে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে। তবে জেলা প্রশাসন সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়েছে, জলের প্রবাহ অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় কেউ যেন নদীর ধারে না যায়। আকস্মিক জলস্রোত বড় বিপদের কারণ হতে পারে। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর বিভিন্ন অংশে টানা বৃষ্টির কারণে থেনেন্নাই নদীতেও জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। ফলে কৃষ্ণগিরি, ধর্মপুরী এবং তিরুভন্নামালাইএই তিনটি জেলায় বন্যা সতর্কতা জারি করেছে জলসম্পদ বিভাগ।

থেনেন্নাই নদী ও তার উপনদীগুলোর পাশের নীচু এলাকাগুলির বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নদীতে নামা বা স্নান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কারণ প্রবল স্রোতে প্রাণহানির ঝুঁকি রয়েছে। জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক অবস্থানে রাখা হয়েছে এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, স্থানীয় পুলিশ এবং দমকল কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি খারাপ হলে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনাও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

তামিলনাড়ু স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি জানিয়েছে, প্রাক-বর্ষার প্রভাবে রাজ্যজুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টিপাত চলছে, যা আগামী দিনগুলিতে নদীগুলোর ওপর আরও প্রভাব ফেলতে পারে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া নির্দেশিকা মেনে চলতে এবং যতক্ষণ না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে।

তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় ২২ মে পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

চেন্নাই, ২০ মে : আগামী কয়েকদিন তামিলনাড়ুর একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে চেন্নাইয়ের আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র। আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ বুলেটিন অনুযায়ী, ২২ মে পর্যন্ত নীলগিরি, কোয়েম্বাটুর, তিরুপ্পুর, থেনি, দিন্দিগুল, ইরোড, কৃষ্ণগিরি এবং ধর্মপুরী জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সার্বিকভাবে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকাল অঞ্চলের কিছু কিছু স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাক-বর্ষার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা গেছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। চেন্নাই শহরে মঙ্গলবার আকাশ মেঘলা ছিল। আগামী কয়েকদিন শহরের কিছু কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ থেকে ২৮ ডিগ্রির মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর অগ্রগতি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। আগামী দুই-তিন দিনের মধ্যে দক্ষিণ আরব সাগর, মালদ্বীপ-কমোরিন অঞ্চল, দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের কিছু অংশে মৌসুমী বায়ু ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে পাহাড়ি ও নিচু এলাকার বাসিন্দাদের জন্য স্থানীয় বন্যা বা ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। চাষিদের জন্যও আবহাওয়া অনুযায়ী যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

আগামী সপ্তাহগুলিতে মৌসুমী বায়ু আরও সক্রিয় হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষকে সরকারিভাবে প্রকাশিত আবহাওয়ার আপডেটগুলি অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মণিপুরের জিরিবাম হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট মামলায় কেরালায় গ্রেফতার জঙ্গি, তদন্তে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ২০ মে: মণিপুরের জিরিবাম জেলার জাইরাউন গ্রামে এক মহিলাকে নৃশংসভাবে হত্যার সঙ্গে জড়িত ও লুটপাটের ঘটনায় কেরালার কান্নুর থেকে এক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি। এনআইএ সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে।

গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তের নাম রাজকুমার মৈপাকসানা। তিনি মণিপুরের জিরিবাম জেলার বাসিন্দা এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কাঙ্গলেইপাকের গণ বিপ্লবী দল (প্রিপাক)-এর সদস্য বলে জানিয়েছে এনআইএ।

এনআইএর বিবৃতি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে জাইরাউন গ্রামে সংঘটিত এই বর্বর ঘটনার অন্যতম মূল অভিযুক্ত ছিলেন মৈপাকসানা। সেই ঘটনায় ৩১ বছর বয়সী আদিবাসী মহিলা জোসাংকিম-কে তৃতীয় স্তরের অত্যাচার চালিয়ে পুড়িয়ে মারা হয় এবং একাধিক বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া ও লুটপাট করা হয়। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে জানা যায়, ভিকটিমের শরীরে ৯৯ শতাংশ পোড়ার চিহ্ন ছিল এবং ডান হাত, উভয় পায়ের অংশ ও মুখমণ্ডলের গঠন সম্পূর্ণরূপে উধাও ছিল। অধিকাংশ দেহাংশ পুড়ে যাওয়ায় রসায়ন বিশ্লেষণের জন্য ভিসেরা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

কোচির এনআইএ বিশেষ আদালত অভিযুক্ত মৈপাকসানাকে ট্রানজিট রিমান্ডে পাঠিয়েছে, যাতে তাঁকে ইমফলের এনআইএ আদালতে পেশ করা যায়।

গত সপ্তাহেও এনআইএ এই মামলায় বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। সংস্থা জানিয়েছে, তারা এখনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অপরাধীদের খোঁজ করছে এবং তদন্ত জারি রয়েছে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মণিপুরে মেইতেই ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান জাতিগত সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ২৬০ জনের বেশি নিহত এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে কেন্দ্র সরকার রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিং পদত্যাগ করেন।এদিকে, এনআইএ ২০২৪ সালের মোরেহ এলাকায় ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন পোস্টে হামলার ঘটনায় প্রথম গ্রেফতার করে। ওই হামলায় একজন পুলিশ কর্মী নিহত এবং দু'জন আহত হন। রাসরি কোনও যোগাযোগ এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৪ সালের ১৭ জানুয়ারি কুকি জঙ্গিদের সন্দেহভাজন হামলায়। শিলচর আদালত এনআইএ-কে অভিযুক্তের ট্রানজিট রিমান্ড দিয়েছে, যাতে তাঁকে গুয়াহাটি এনআইএ বিশেষ আদালতে পেশ করা যায়।

ভিয়েতনামে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা:

হাসপাতালগুলোকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের

হানোই, ২০ মে: ভিয়েতনামের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী সকল হাসপাতালকে কোভিড-১৯ রোগীর সম্ভাব্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আইসোলেশন সুবিধা এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা 'ভিয়েতনাম নিউজ এজেন্সি'র বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে রোগ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কমাতে শ্বাসতন্ত্র-জনিত সংক্রমণ রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী যেমন গর্ভবতী নারী, দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, গুরুতর অসুস্থ রোগী এবং বয়স্কদের রক্ষা করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

চলতি বছরের শুরু থেকে ভিয়েতনামের ২৭টি প্রদেশ ও শহরে মোট ১৪৮টি নতুন কোভিড-১৯ সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। এর আগে, ১৪ মে তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জনগণকে সতর্ক থাকার এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানায়। বিশ্বব্যাপী নতুন উপধরনের সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এবং প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ডে সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে এ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

গত তিন সপ্তাহে দেশটিতে সাপ্তাহিক গড়ে ২০টি করে নতুন সংক্রমণের খবর পাওয়া যাচ্ছে, যা একটি ধীরে ধীরে সংক্রমণ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। সাম্প্রতিক ছুটির সময়কালীন ভ্রমণ ও সামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির কারণে আগামী সপ্তাহগুলোতে সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কোভিড-১৯ হলো একটি সংক্রামক রোগ যা সার্স-কোভিড-২ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট। সাধারণত আক্রান্তরা হালকা বা মাঝারি মাত্রার শ্বাসতন্ত্রের উপসর্গ নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন, তবে অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসা সেবা প্রয়োজন হয়।

সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মাস্ক পরিধান, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, বারবার হাত ধোয়া, এবং টিকা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অসুস্থ বোধ করলে বাড়িতে থেকে আইসোলেশনে থাকার নির্দেশও দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

মহারাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ, ছগন ভুজবল নিলেন শপথ

মুম্বই, ২০ মে : মহারাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার এক সরল শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এনসিপির বর্ষীয়ান নেতা এবং সমাজিক সংগঠন "সমতা পরিষদ"-এর প্রতিষ্ঠাতা ছগন ভুজবাল রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। রাজ্যপাল সি.পি. রাধাকৃষ্ণন তাঁকে দায়িত্ব ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করান।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবীস, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও অজিত পাওয়ার, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যগণ, সরকারি আধিকারিক এবং এনসিপি নেতাগণ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কার্যকরী সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেল ও রাজ্য সভাপতি সুনীল টাটকারে।

শপথগ্রহণের পরে ছগন ভুজবাল বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবীস, দুই উপমুখ্যমন্ত্রী, সুনীল টাটকারে ও প্রফুল্ল প্যাটেলকে ধন্যবাদ জানাই। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার নির্বাচনী কেন্দ্র ইয়োলা-লাসালগাঁওয়ের মানুষ, কর্মী ও সমতা পরিষদের সকল দায়িত্বপ্রাপ্তদেরও ধন্যবাদ জানাই।" ভুজবলের হাতে আবারও খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর। পূর্ববর্তী উদ্ধব ঠাকরে এবং পরবর্তী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন সরকারেও তিনি এই দপ্তর সামলেছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর যখন মুখ্যমন্ত্রী ফডনবীস মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করেছিলেন, তখন ভুজবল মন্ত্রিত্ব পাননি। এর ফলে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং পার্টি ওবিসি ইস্যুতে যেভাবে কাজ করেছে, তা সত্ত্বেও তাঁকে বাদ দেওয়ায় ক্ষোভও দেখিয়েছিলেন। এরপরে তিনি একাধিক দলীয় কর্মসূচি থেকে দূরে থাকেন। তবে এনসিপি সভাপতি অজিত পাওয়ার ও কার্যকরী সভাপতি প্রফুল্ল প্যাটেলের হস্তক্ষেপে তিনি আবার সংগঠনের কাজে সক্রিয় হন। এর আগেও রাজ্যসভার জন্য দুইবার তাঁর নাম বিবেচনায় না আসায় তিনি হতাশ ছিলেন।

দলীয় স্তরে অজিত পাওয়ার, প্রফুল্ল প্যাটেল ও সুনীল টাটকারে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে ভুজবলকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশেষ করে যখন আগের খাদ্য সরবরাহমন্ত্রী ধনঞ্জয় মুন্ডে বাজেট অধিবেশনের সময় বিড জেলার সরপঞ্চ সান্তোষ দেশমুখ হত্যাকাণ্ডে নাম জড়িয়ে পদত্যাগ করেন, তখন এই দপ্তর সাময়িকভাবে অজিত পাওয়ার সামলাচ্ছিলেন। সেই খালি স্থানে ওবিসি সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে ভুজবলের অন্তর্ভুক্তি রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

জ্বালানি নিরাপত্তাকে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করলেন ভারতের কেন্দ্রীয় জ্বালানি মন্ত্রী মনোহর লাল

ব্রাসিলিয়া, ২০ মে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ব্রিকস শক্তি সম্মিলন বৈঠকে অংশ নিয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনোহর লাল বর্তমান যুগে শক্তি নিরাপত্তাকে অন্যতম গুরুতর বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বদানকারী মনোহর লাল বৈঠকে ভারতের স্বচ্ছ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অর্জিত সাফল্যগুলি প্রদর্শন করেন। মন্ত্রী জানান, গত দশ বছরে ভারত জ্বালানি উৎপাদনের পরিধি বিস্তৃত করেছে, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং সবুজ হাইড্রোজেন প্রযুক্তিতে বিপুল অগ্রগতি করেছে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জ্বালানির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেছে।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্রিকস সদস্য দেশগুলির মধ্যে দৃঢ় সহযোগিতা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে মনোহর লাল জ্বালানি দক্ষতা, সবুজ হাইড্রোজেন, পারমাণবিক শক্তি ও জৈব জ্বালানির ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিশ্রুতিকে পুনরায় নিশ্চিত করেন।

বৈঠকের সমাপ্তি হয় জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার, জ্বালানির ঘাটতি মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যৌথ অঙ্গীকারের

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডাচ প্রধানমন্ত্রী ডিক শুফের সঙ্গে হেগে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর

হেগ, ২০ মে: ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এস. জয়শঙ্কর আজ হেগে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডিক শুফের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ডঃ জয়শঙ্কর জানান, এই সাক্ষাতের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষ থেকে ডিক শুফকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, ভারত-নেদারল্যান্ডস অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে ডিক শুফের প্রতিশ্রুতি প্রশংসনীয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও আশ্বাস দেন যে উভয় দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট দলগুলি এই লক্ষ্যপূরণে একসাথে কঠোর পরিশ্রম করবে।

উল্লেখ্য, নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডিক শুফ ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পাহলগামে সংঘটিত জঘন্য সন্ত্রাসবাদী হামলার কঠোর নিন্দা করেছিলেন এবং সন্ত্রাসবাদের সব রূপ ও অভিব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন।

ডঃ জয়শঙ্কর বর্তমানে ছয় দিনের ইউরোপ সফরে রয়েছেন, যেখানে তিনি নেদারল্যান্ডস ছাড়াও ডেনমার্ক ও জার্মানির সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা করবেন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হল কৌশলগত অংশীদারিত্ব জোরদার করা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময় করা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের বার্তা: বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কৃষি রূপান্তর সরকারের প্রধান লক্ষ্য

নতুন দিল্লি, ২০ মে: কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান আজ দেশব্যাপী 'বিকাশিত কৃষি সংকল্প' অভিযানে যোগদানের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেছেন। এই অভিযান আগামী ২৯ মে থেকে শুরু হতে চলেছে।

নতুন দিল্লিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের (জ্জঙ্খঞ্ট) পরিচালকদের এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, "সরকারের মুখ্য লক্ষ্য হল বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কৃষির রূপান্তরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।"

তিনি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে 'কৃষির মন্দির' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, কৃষি গবেষণার দিশা নির্ধারণ হবে কৃষকদের চাষ এবং তাঁদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে। মন্ত্রী চৌহান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, কৃষির বৈচিত্র্যকরণ এবং টেকসই কৃষি চর্চা।

মন্ত্রী আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং দেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি যৌথভাবে কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ভারতকে বিশ্বের 'ফুড বাস্কেট'-এ পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করবে।

মাদুরাইয়ে ভারী বৃষ্টিতে দেওয়াল ধসে শিশু সহ মৃত তিন

মাদুরাই, ২০ মে : তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার তিরুপারাঙ্কুণ্ড্রমের কাছে ভালায়নকুলাম গ্রামে ভারী বৃষ্টির ফলে একটি বাড়ির দেওয়াল ধসে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার রাতের এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুখালাম্মান কোভিল স্ট্রিটে। মৃতদের মধ্যে একজন শিশু রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। মৃতদের নাম অম্মা পিল্লাই (৬৫), তাঁর ১০ বছরের নাতি বীরমণি এবং প্রতিবেশী ভেঙ্গাট্টি (৫৫)।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রবল বৃষ্টির কারণে একটি পুরনো বাড়ির দেওয়াল হঠাৎ ভেঙে পড়ে এবং তারা ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে যায়। আশেপাশের মানুষ দ্রুত তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে আসে ও জরুরি পরিষেবাকে খবর দেয়। তিনজনকেই উদ্ধারের পর সঙ্গে সঙ্গে মাদুরাইয়ের গভর্নমেন্ট রাজাজি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ভেঙ্গাট্টির মৃত্যু হয়। অম্মা পিল্লাই ও তাঁর নাতি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে মারা যান। পেরুঙ্গুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, দীর্ঘদিনের পুরনো কাঠামোটি টানা বৃষ্টির কারণে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "পুরনো বাড়ির দেওয়ালটি ভারী বৃষ্টির ধাক্কায় আচমকা ভেঙে পড়ে। সেক্ষেত্রে ধ্বংসস্তূপের চাপেই প্রাণ হারান তাঁরা।"

এই দুর্ঘটনা গ্রামীণ অঞ্চলের পুরনো ও রক্ষণাবেক্ষণহীন ঘরবাড়ির বিপজ্জনক অবস্থার দিকে আলোকপাত করেছে। বর্ষার সময় এ ধরনের ঘটনার আশঙ্কা আরও বাড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা জেলা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেছেন, পুরনো বাড়িগুলির পরিদর্শন করে সম্ভাব্য ঝুঁকি রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

মৃতদেহগুলি বর্তমানে রাজাজি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। ময়নাতদন্তের পর দেহগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করবেন বলে জানা গেছে। সরকারি রিপোর্ট দাখিলের পর ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হতে পারে।

এদিকে তামিলনাড়ু জুড়ে চলমান বৃষ্টিপাতের কারণে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরও স্থানীয় বন্যা এবং দুর্বল কাঠামোতে বিপদের আশঙ্কা নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে।

আটক এক বাংলাদেশী সহ ভারতীয়

● প্রথম পাতার পর

খবরের ভিত্তিতে ১৯ মে গভীর রাতে সাব্রুমের ভারত — বাংলাদেশ সীমান্ত আনন্দ পাড়া নজরুল পার্ক এলাকা দিয়ে এক বাংলাদেশী ও এক ভারতীয় নাগরিক অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করার সময় সাব্রুম থানার পুলিশ ও ১১৪ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা আটক করে। ধৃতরা দুজনেই খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলা হয়ে সাব্রুম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছিল। ধৃতরা হলো রুবেল চন্দ্র দাস, বাড়ি বাংলাদেশের ফেনীতে। অপরজন দুলাল দাস, বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে।

ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের ১৬তম বার্ষিক দিবসে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের ভাষণ: বাজার নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্যের আহ্বান

নতুন দিল্লি, ২০ মে: অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ আজ ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন-এর ১৬তম বার্ষিক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষাপটে, যখন ভারত ক্রমবর্ধমানভাবে অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে, তখন বাজার নিয়ন্ত্রণ ও বাজারের স্বাধীনতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য স্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, "সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ব একাধিক বড় ধরনের ব্যাঘাতের সাক্ষী হয়েছে। এর ফলে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যেগুলি মজবুত, দায়িত্বশীল এবং দূরদর্শী।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভারতের পরিকাঠামো সংক্রান্ত সংস্কারযেমন সম্পদ মৌদ্রিকীকরণ, বিনিয়োগ থেকে প্রস্থান, এবং ডিজিটাল পাবলিক ইস্ট্রাকচারএসব উদ্যোগ বাজারের সম্ভাবনা উন্মোচনে এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে।

সীতারামণ বলেন, ভারতীয় প্রতিযোগিতা কমিশন বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যার ফলে ভারতের অর্থনীতি আরও গতিশীল হয়েছে। তিনি বলেন, "ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে। সেই পথে এগিয়ে যেতে হলে আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে সতর্ক ও বিকাশমুখী মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে, যাতে একটি সহনশীল, ন্যায়সংগত এবং উদ্ভাবনী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা যায়।"

আকাশবাণীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে, সিসিআই-এর চেয়ারপার্সন রবনীত কৌর বলেন, কমিশন গত ১৬ বছর ধরে একটি স্বাধীন ও ন্যায্য বাজার ব্যবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এখন কমিশনের লক্ষ্য হল সাম্প্রতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে উন্নত ও অভিযোজিত করে তোলা।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের আহ্বান — 'বিকশিত কৃষি সংকল্প' অভিযানে যোগ দেওয়ার আহ্বান

নতুন দিল্লি, ২০ মে — কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ দেশজুড়ে শুরু হতে যাওয়া 'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান'-এ যোগদানের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই অভিযান আগামী ২৯ মে থেকে শুরু হবে।

নতুন দিল্লিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের (জ্জঙ্খঞ্ট) অধিকর্তাদের সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, সরকারের মুখ্য লক্ষ্য হল বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি রূপান্তরকে উৎসাহিত করা।

তিনি বলেন, কৃষি গবেষণার দিশা নির্ধারণ করা হবে কৃষকদের বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে। চৌহান কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'কৃষির মন্দির' বলে অভিহিত করে বলেন, গবেষণার মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, খরচ কমানো, কৃষির বহুমুখীকরণ এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

মন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলি একসঙ্গে কাজ করে দেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং ভারতকে বিশ্ব খাদ্য সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলবে।

এই উদ্যোগ দেশের যুবসমাজ এবং কৃষি গবেষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও ভবিষ্যতমুখী কৃষি ব্যবস্থা গঠনে সহায়ক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ই-রিক্সা উল্টে আহত ৩

● প্রথম পাতার পর

ই রিক্সার নম্বর এবং আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়। আহতদের নাম রতন পাল(৪১), বাড়ি লাল ছড়া ধুপির বন্ধ, মেরি রাংখল(৪৩), বাড়ি শিলং এবং ই রিক্সা চালক বিজয় পাল(৫৯), বাড়ি লালছড়া ধুবিরবন্ধ। ইরিক্সা চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যায়।

নেতার স্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ধোঁয়াশা। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

শিশু সন্তানটি বর্তমানে পরিবারের অন্য সদস্যদের হেফাজতে রয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিশালগড় থানার পুলিশ ও ফরেনসিক টিম।

ড্রেইন নির্মাণের দাবিতে পথ

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয়দের দুর্ভোগ অন্তহীন হয়ে পড়েছে।

বাম আমলে একাধিকবার দাবি জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। রাজ্যে পালাবদল হবার পর জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পূর্ত দপ্তরে একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন বাচাইবাড়ী এলাকার জনজাতি অংশের মানুষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন লাভ না হওয়াতে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার করবুকের বাচাইবাড়ি বাজারে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় জনতা। আর স্থানীয়দের এই পথ অবরোধের ফলে দীর্ঘ সময় যানজটে দুর্ভোগ সহ্য করে নিত্যযাত্রীরা।

এই আন্দোলন থেকে এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করে জানান যে বাচাইবাড়ী এলাকায় জল নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত একটি ড্রেন নির্মাণ করে দিলেই তারা বৃষ্টির জমা জলের প্লাবন থেকে রেহাই পাবেন। অথচ দপ্তরে জানানো সত্ত্বেও আজ অবধি তাদের ন্যূনতম দাবি পূরণ করা হচ্ছে না। তাই তারা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন।

পথচারীকে পিষে মারার অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

গতিতে ওনার গাড়ি দিয়ে প্রদীপ বাবুকে আঘাত করে অনেকটা দূরে নিয়ে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ।

পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা উদ্যোগী হয়ে আহত রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন প্রদীপ দেবনাথকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে দায়িত্ব পালনরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই গাড়ি চালক সুশান্ত গাড়িটাকে ঘটনাস্থলে রেখে চম্পট দেয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ সুশান্ত দেবনাথ মদমত্ত অবস্থায় ছিল। এই অবস্থায় গাড়ি চালানোর ফলেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ। দুর্ঘটনাস্থলে পড়ে থাকা উনার গাড়িতেও মদের বোতল পাওয়া গেছে। এদিকে সূত্র মারফত খবর পাওয়া গেছে স্থানীয় কিছু কিছু মাতব্বর গোছের শাসক দলীয় নেতাদের ম্যানেজ করে নাকি গোটা ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার কৌশল করছে সুশান্ত এবং তার পরিবার। যদিও এলাকাবাসীরা অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছে।

জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

১১ টার দিকে খবর আসে জাহিদুলের দেহ ভাসছে পাশের বাড়ির পুকুরের জলে। বাড়ির লোকজন ছুটে যান পুকুর পাড়ে ।জড়ো হন এলাকাবাসী। শিশুটির দেহ উদ্ধার করে আনা হয় কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ বিমল দাস প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাড়ির লোকজন শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন হাসপাতাল চত্বরেই।

পরবর্তী সময়ে ডঃ বিমল দাস কদমতলা থানায় খবর দিলে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘটনার স্থলে এসে একটি মামলা লিপিবদ্ধ করে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেন। পরে এদিনই ময়না তদন্তের পর শিশুটির মৃত দেহ সমঝে দেওয়া হয় পরিবার-পরিজনদের হাতে। অকালে একটি শিশুর প্রাণ চলে যাওয়াতে গোটা কুর্তি গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া বিরাজ করছে।

প্রধানমন্ত্রীর শ্রেষ্ঠ

● প্রথম পাতার পর

মানুষ এই প্যালেস সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এটি গভর্ণর হাউজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এবং রাজ্যপালগণ সেখানে থেকেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নতুন গভর্ণর হাউজ তৈরি হলে রাজ্যপাল সেখানে স্থানান্তরিত হন। ডাঃ সাহা বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই প্যালেসটির যথাযথ ব্যবহার করা দরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ঐতিহ্যবাহী হোটেলে প্রায় ১০০টির মতো রুম হবে। এরমধ্যে চারটি এক্সক্লুসিভ রুম হবে। রাজ ঘরানার আদলেই হোটেলের রুমগুলি তৈরি করা হবে। কমার্শিয়াল হোটেলের মতো নয়। এধরনের একটি হোটেল গড়ে উঠবে তাই আমরা খুবই গর্ববোধ করছি। এর পাশাপাশি এই হোটেল তৈরির মধ্য দিয়ে রাজ্যে পর্যটন ক্ষেত্রে একটা বিরাট দরজা খুলে গেলো। এই হেরিটেজ হোটেলটি তৈরি হলে টাটা গ্রুপের চেইনের মাধ্যমে বিদেশ থেকেও অনেক মানুষ চার্টার প্লেনে এখানে আসবেন। আর যারা আসবেন তারা শুধু হোটেলে থাকবেন না, রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতেও যাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এর মাধ্যমে রাজ্য থেকে প্রায় ২০০ চাকরি সৃষ্টি করা যাবে। তবে এই কাজ সহজ ছিল না - অনেক সমস্যা ছিল, যা আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করেছি। আমরা তাদের ৭.৭৮ একর জমি দিয়েছি।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সচিব পি কে চক্রবর্তী সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

বোধজংনগরে ১২টি বন্ধ ও

● প্রথম পাতার পর

লিমিটেড (২.০০ একর), এ আর আই পেভার্স প্রাইভেট লিমিটেড (০.৫০ একর), নর্থ ইস্ট সোলার এনার্জি সিস্টেম এল এল পি (একটি শেড), প্রাইম এন্ড পিওর ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ (দুইটি শেড), প্রো রাব ক্র্যাফট প্রাইভেট লিমিটেড (২.০০ একর), প্রো রাব ক্র্যাফট প্রাইভেট লিমিটেড (১.০৬ একর), (মৌল্ডেড রাবার গুডস ডিভিশন), ইনুকুলেশন একসেসোরিজ এন ই প্রাইভেট লিমিটেড (১০০ একর) এবং জয় চন্ডিমাতা কোল্ড স্টোরেজ এন্ড এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (২.০০ একর) জমি অধিগ্রহণ করে। অধিগৃহীত মোট ১১০০ একর জমি এবং ৫টি শেড পুন: ব্যবহারের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। বিনিয়োগের প্রসার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এই জমি এবং শেড নিয়ম অনুযায়ী নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য বরাদ্দ করা হবে।

অটো ও গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ দুপুরে বিশালগড় রাউৎখলা এলাকায় টিআর০৭৩২৭৭ নম্বরের অটোর সাথে টিআর০১বিডাব্লউ নম্বরের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে আহত হয় অটো গাড়ির চালক হরিলাল দেবনাথ সহ চারজন যাত্রী মমতাজ বেগম, আকলিমা আক্তার, সুমন সরকার। আহতদের উদ্ধার করে দমকলকর্মীরা নিয়ে গিয়েছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক রিয়েল মজুমদার মমতাজ বেগম ও আকলিমা আক্তারকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এদিকে, খবর পেয়ে দুর্ঘটনার ফলে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ।

হোম থেকে শিশু পাচারের

● প্রথম পাতার পর

কয়েকজন স্টাফ মিলে একটা ৩ বছরের কন্যা সন্তান কে অন্যত্র দিয়ে দেয় যেটা বাচ্চার মা জানতো না, সে বিষয়ে কথা বলার জন্য সেখানে যাই এবং যারা সেই হোম দেখার দায়িত্বে আছেন তাদের সাথে কথা বলি। এবং সঠিক তদন্ত করে আসল রহস্যটা কি সেটা বের করার জন্য দাবি জানায়।

সূত্র মারফত জানান যায় শিশুটির মা হোমে শিশুটিকে দিলে, হোমেরই কয়েকজন স্টাফ হোমে কোনো প্রকার রেজিস্ট্রেশন না করে,শিশুর মাকে কিছু না জানিয়ে অন্যত্র দিয়ে দেন তার পর শিশুটির মা দারে দার ঘুরছেন কিন্তু কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন না।

মনু নদীর বাঁধ সংস্কার

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে এবং উচ্চতা আরও পাঁচ ফুট বাড়ানো হচ্ছে। কৈলাসহরের কাউলিকুড়া, সোনামুখি, গৌরনগর, কামরাংগা বাড়ি, ছনতৈল, দুর্গাপুর, সোনামারা, কিনাইরছড়, গোবিন্দপুর, বৌলাপাশা, লক্ষীপুর, সফরিকান্দি, লাটিয়াপুড়া, রাংগাউটি, দেবীপুর, মাগুরুলী ইত্যাদি এলাকায় মনু নদীর পাড়ের বাঁধ প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কাজ শুরুর প্রথম থেকেই কাজের দুর্নীতি শুরু হয়েছে বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে আসছিলেন। গ্রামবাসীরা স্থানীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে লিখিত ভাবে এবং মৌখিক ভাবে অভিযোগ জানানোর পরও দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া হয়নি। দপ্তরের উপর আস্থা হারিয়ে অনেকে স্থানীয় বিধায়ক বীরজিত সিনহার দারস্থ হয়েছিলেন। সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে বিধায়ক বীরজিত সিনহার নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল মনু নদীর পাড়ের বাঁধ সংস্কারের কাজ পরিদর্শন করতে যান।

প্রতিনিধি দলে বিধায়ক বীরজিত সিনহার সাথে ছিলেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মো: বদরুজ্জামান, গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নুমান আলী, নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রুনু মিঞা, কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা। উনারা কৈলাসহর শহরের দুর্গাপুর, সোনামারা, পূর্ব দুর্গাপুর, কামরাংগা বাড়ি এলাকায় মনু নদীর পাড়ের বাঁধ সংস্কারের কাজ পরিদর্শন করেন। কাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায় প্রতিনিধি দলের। পুরনো বাঁধের উপর মর্জিমাফিক মাটি ফেলা হচ্ছে। ভারী মেশিন দিয়ে মাটি ভাইব্রেটিং কিংবা মাটি চাপা দেওয়া হচ্ছে না। কাজের ওয়ার্ক অর্ডারে বাঁধ পাঁচ ফুট বাড়ানোর কথা থাকলেও কোথাও এক ফুট কিংবা কোথাও হাফ ফুট বাড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া বাঁধের প্রস্থতা বাড়ানোর কথা থাকলেও প্রস্থতা বাড়ানো হচ্ছে না। কাজ চলছে খুবই ধীর গতিতে। যে এজেন্সি বাঁধ সংস্কারের কাজ পেয়েছে উনারা দুইটি গাড়ি দিয়ে মাটি ফেলছে।

খেলাধুলা

রাইজিং কাপ বালিকাদের ক্রিকেটে রানার্স ট্রফি নিয়েই ফিরছে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা - ৭৭/৯ **অসম - ৭৮/১**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ছেলেদের পথেই যেন হেঁটেছে মেয়েরা। রাইজিং কাপে যেন লিটল মাস্টার্স ট্রফির পুনরাবৃত্তি। বালকদের পর বালিকারাও। পূর্বোত্তর রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ত্রিপুরাকে। মঙ্গলবার বালিকাদের ফাইনাল ম্যাচে অসমের কাছে পরাজিত হয় ত্রিপুরা। ৯ উইকেটে। প্রথমবর্ষ উত্তর পূর্ব রাইজিং কাপ অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে। গুয়াহাটির ফুলুং এর এ সি এ ক্রিকেট একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কারযত আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে খেলে সেরার সম্মান পায় অসম। বৃষ্টির জন্য আউট ফিল্ড ভিজে দেখায় এদিন নির্ধারিত সময়ের অনেক পর খেলা শুরু হয়। ফলে ওভার কমিয়ে আনা হয় ২০ শে। দুপুরে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় ত্রিপুরা নির্ধারিত ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৭৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অনুষ্কা শীল ৩৫ বল খেলে ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, এঞ্জেল পাল ২৪ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং অভিজ্ঞা বর্ধন ২০ বল খেলে ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রান করে। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। অসমের পক্ষে ভারতী হাসান ১৩ রানে ৩টি এবং বৈভবী দাস ১৭ রানের ২টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে অসম ১১.৩ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ডলি কার্ডং ৪২ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ রানে এবং স্বস্তি বিশ্বকর্মা ২০ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। ত্রিপুরার পক্ষে পূর্বা চৌধুরী ৫ রানে একমাত্র উইকেটটি দখল করে।

লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড পেলেন ড. কল্পনা দেবনাথ

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। রাজধানীর মেলারমাঠের হোটেল সোনারগাঁও-এ পান্ডা রেস্তোরাঁয় এবছর লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ড সম্মানে ভূষিত হন রাজ্যের দ্বিতীয় অর্জুন জিমন্যাস্ট ড. কল্পনা দেবনাথ। এই সম্মাননটি এবছর ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রয়াত গৌতম কর ভৌমিকের নামে দেয়ার ঘোষনা করা হয়। এছাড়া, আরও আট জন কৃতি খেলোয়াড়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আসরে সাফল্যের নিরিখে বর্ষসেরা হিসেবে সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরেই ক্রীড়া সাংবাদিকদের এই অনন্য সম্মান তুলে দেয়া হয়। বক্তব্যে ক্রীড়ামন্ত্রী এধরণের আয়োজনের জন্য ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ভূয়ষী প্রশংসা করেন।তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার গোটা রাজ্যে খেলাধূলার পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে। সিন্থেটিক ফুটবল মাঠের সাথে আরও ২০টি ঘাষের মাঠ গ্যালারী সহ গড়ে তোলা হচ্ছে। দুই জেলায় গড়ে তোলা হচ্ছে ইন্ডোর স্টেডিয়াম। সুইমিং পুল সহ আরও নানা কাঠামো গড়ে উঠছে। এখন সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে সাফল্য আনতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশ অন্যান্য ক্ষেত্রে যতটা সফল, ততটা সাফল্য ক্রীড়া ক্ষেত্রে আসছে না। অনেক ছোট ছোট দেশ অলিম্পিকে আমাদের থেকে অনেক সফল। কেন এমনটা হবে? এনিয়ে সকলকে ভাবতে হবে এবং সাফল্যের রাস্তা খুঁজতে হবে।

অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ক্রীড়া অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ বলেন, রাজ্যে খেলাধুলা আগের থেকে অনেকটা এগিয়েছে। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছি। লাইফটাইম এচিভমেন্ট এওয়ার্ডে ভূষিত ড. কল্পনা দেবনাথ এই সম্মান পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, আমাকে এই সম্মানে নির্বাচিত করায় ভীষন খুশী। রাজ্যের আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত করার এই আয়োজন প্রশংসার দাবী রাখে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যের সোনার মেয়ে পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান ড. দীপা কর্মকারকে ২০২৩-২৪ বছরের সাফল্যের জন্য সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। গতবছর তিনি রাজ্যের বাইরে থাকায় এই পুরষ্কার গ্রহণ করতে পারেন নি। দীপা বলেন, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের এই সম্মান আমাকেও অতীতে উৎসাহ যুগিয়েছে। এই সম্মান এক বিশাল পাওনা। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার ক্লাবের অতীত ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই ক্লাব ধারাবাহিক ভাবে বর্ষসেরা খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দিয়ে চলেছে। আগামীদিনেও তা চালিয়ে যাবে।

অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী। তিনি ক্লাবের এই বার্ষিক কর্মসূচির প্রেক্ষাপট এবং ক্লাবের ৩৩ বছরের ধারাবাহিক কর্মকান্ড তুলে ধরেন। ক্রীড়ামন্ত্রী সহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাও জানান। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রে পরিকাঠামোতে বিশাল পরিবর্তন এনেছে। এখন খেলোয়াড়দের উচিৎ এই পরিকাঠামোর সঠিক ব্যবহার করে রাজ্যকে সাফল্য এনে দেয়া। আমাদের আরও অলিম্পিয়ান বের করতে হবে। রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব সবধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে রেখেছে। সবশেষে এবছর বর্ষসেরা খেলোয়াড় হিসেবে যাদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে তারা হলেন - ক্রিকেটে শ্রীদাম পাল, ফুটবলে প্রীতম হোসেন, জিমন্যাস্টিক্সে শ্রীপর্ণা দেবনাথ, যোগাসনে পরিণীতা দে, জুডোতে তানিয়া দাস, বডি বিল্ডিং-এ রীতা নাগ, দাবায় অর্শিয়া দাস ও আরাধ্যা দাস।

এই অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের জন্য ক্রীড়া দপ্তর, লংতরাই গুঁড়া মশলা, হোটেল সোনারগাঁও, ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, টিএসজেসি'র শুভাকাঙ্ক্ষী রূপম রায়কে ক্লাবের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সি ডিভিশন ফুটবলে এগিয়ে থেকেও কেশব সঙ্ঘের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ বিবেকানন্দ ক্লাবের

ক্লাব - ১ **কেশব সঙ্ঘ-১**

(জাকারিয়া) **(রাজ্য কুমার)**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিবেকানন্দ ক্লাবকে রুখে দিলো কেশব সংঘ। প্রায় ৭০ মিনিট এগিয়ে থেকেও পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারলো না বিবেকানন্দ ক্লাব। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লীগ ফুটবলে। মঙ্গলবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দু দলের ম্যাচটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। এদিন সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় উমাকান্ত মাঠ অনেকটা পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। ফলে দু-দলের ফুটবলারদের কিছুটা অসুবিধা হয় খেলতে। তার উপর খেলা যখন চলছিল তখন অবিরাম গতিতে বৃষ্টি হচ্ছিল। এর প্রভাব পড়ে খেলায়। তার পরও দু''দলের ফুটবলাররা শুরু থেকেই চেষ্টা করেছিল ভালো খেলার। কিন্তু আক্রমণভাগের ফুটবলারদের ব্যর্থতায় বিপক্ষের জাল নাড়াতে তেমনভাবে পারেনি দু-দলের ফুটবলাররা। ম্যাচ শুরুর ৩৫ মিনিটের মাথায় জাকারিয়া মলশুমের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বিবেকানন্দ ক্লাব। গোল হজম করার পর সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন কেশব সঙ্ঘের ফুটবলাররা। শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। কিন্তু প্রথমার্ধে সমতা ফেরাতে পারেনি কেসব সংঘ। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি আরও বাড়ান রুবেল দেববর্মা-রা। তাতে আসে সাফল্য। ৭০ মিনিটে রাজ্য কুমার জমাতিয়া সমতা ফেরান। শেষ ২০ মিনিট কোনও দলের ফুটবলাররাই আর জাল নাড়াতে ব্যর্থ হয়। রেফারি আদিত্য দেববর্মা হলুদ কার্ড দেখান কেশব সংঘের খাচাং দেববর্মা, জবন কিশোর জমাতিয়া এবং বিবেকানন্দ ক্লাবের জুভিয়াল দেববর্মাকে।

অমীমাংসিত ভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এগুচ্ছে বৃষ্টি বিঘ্নিত শতদল-স্ফুলিঙ্গ ম্যাচ

শতদল সংঘ - ২৪৬/৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় দিনে হলো মাত্র ২৬.১ ওভার। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য দিনের বেশিরভাগ সময় খেলা থাকে বন্ধ। ফলে নিশ্চিত অমিমাংসীততভাবে শেষ হতে চলেছে শতদল সংঘ এবং স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লীগ ক্রিকেট আসরে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে দ্বিতীয় দিনেও দাপট দেখিয়েছে শতদল সংঘের ব্যাটসম্যানরা। মঙ্গলবার ২৬.১ ওভার ব্যাট করে শতদল সংঘ যোগ করে ৯৭ রান। প্রথম দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান সেন্টু সরকার এবং তেজস্বী জশোয়াল শুরু থেকেই স্কোরবোর্ড সচল রাখার দিকে নজর দেন। সেন্টু ১৫৯ বল খেলে ৬টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৬ এবং তেজস্বী ৬৬ বল খেলে ৬টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৫ রান করেন।এরপরই দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন অরিন্দম বর্মন। বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন অরিন্দম ৩৬ বল খেলে ৪টি বাউন্ডারি ও ৩টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রানে অপরাজিত রয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৬৯.১ ওভার ব্যাট করে শতদল সংঘ ৪ উইকেট হারিয়ে ২৪৬ রান করে। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষে শুভম ঘোষ, অপূর্ব বিশ্বাস, তুষার সাহা এবং বিজয় রায় ১টি করে উইকেট দখল করেন।

রোনাল্ডো ছিল বলেই আমি মেসি হতে পেরেছি', সিআর৭-এর সঙ্গে তাঁর লড়াই নিয়ে মুখ খুললেন লিয়ো

ফুটবলবিশ্বকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন লিয়োনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। দীর্ঘ দিন দুই তারকা ফুটবল মাঠে মুখোমুখি না হলেও তাঁদের লড়াই নিয়ে এখনও আলোচনা চলে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রোনাল্ডোকে নিয়ে মুখ খুললেন মেসি। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছেন লিয়ো। জানিয়েছেন, রোনাল্ডো ছিলেন বলেই তিনি মেসি হতে পেরেছেন।দুই তারকার ভক্তেরা এখনও দু'জনকে নিয়ে তর্ক জুড়লেও মেসি বা রোনাল্ডো একে অপরের বিপক্ষে কোনও দিন কিছু বলেননি। উল্টে সম্মান জানিয়েছেন। আরও এক বার সেই সম্মানের কথা শোনা গিয়েছে মেসির মুখে। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "আমাদের দ্বৈরথ লড়াইয়ের থেকে কম ছিল না। তবে ফুটবলের পরিভাষায় বলতে পারি, এই লড়াই খুব সুন্দর ছিল। আমরা একে অপরকে আরও ভাল খেলতে উৎসাহিত করেছি। রোনাল্ডো ছিল বলেই আমি মেসি হতে পেরেছি। ও সব সময় জিততে চাইত। আমিও মাঠে নেমে সেই চেষ্টাই করতাম। আমাদের জন্য খুব ভাল একটা সময় ছিল। ফুটবল সমর্থকদের কাছেও সময়টা সুন্দর ছিল।"ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে তারকা হওয়ার পরে স্পেনের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন রোনাল্ডো। মেসি শুরু থেকেই ছিলেন বার্সেলোনায়। স্পেনের লিগে শুরু হয় দুই তারকার দ্বৈরথ। লা লিগা, কোপা ডেল রে, স্প্যানিশ সুপার কাপ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই লড়াই। যখনই দুই তারকা মুখোমুখি হতেন, গোটা ফুটবলবিশ্বের নজর থাকত সেই দিকে।রিয়ালের হয়ে ৪৫১ গোল করেছেন

রাজ্য দাবা : বাড়ানো হলো এন্টির সময়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বাড়ানো হলো সময়সীমা। রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায় এন্টি নেওয়ার। ২৪-২৮ মে অনুষ্ঠিত হবে ৫১ তম রাজ্য সিনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে হবে আসর। ওই অসরে অংশ নেওয়ার শেষ দিন ছিল ২০ মে। মঙ্গলবার রাজ্য সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ এক বিবৃতিতে জানান, ২৩ মে বিকেল পাঁচটার মধ্যে আসরে অংশ নিতে পারবে রাজ্যের যে কোনও দাবাড়ু। এবারের আসর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিকে প্রত্যেক জেলা থেকে কম করে ১৫ জন দাবাড়ু যাতে আসরে পাঠানো হয় রাজ্য দাবার সংস্থার সচিব অনুরোধ করেছেন।

ব্যর্থ ২৭ কোটির পন্থ, আইপিএল থেকে ছুটি লখনউয়ের, পচা শামুকে পা কাটল গোয়েনার দলের

গত বছর আইপিএলের মহানিলামে অনেক লড়াই করে, তিন-চারটি দলের সঙ্গে টক্কর দিয়ে ঋষভ পন্থকে কিনেছিলেন সঞ্জীব গোয়েনা। খরচ করতে হয়েছিল ২৭ কোটি টাকা, যা আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তাতেও ভাগ্য বদলাল না লখনউ সুপার জায়ান্টসের। সোমবার হায়দরাবাদের কাছে হেরে আইপিএলের প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেল তারা।পচা শামুকে পা কাটল গোয়েনার দলের। কারণ, আইপিএল থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছে গত বারের ফাইনালিস্ট হায়দরাবাদ। তাদের কাছেই মরণবাঁচন ম্যাচে হারতে হল লখনউকে। আগে ব্যাট করে লখনউয়ের তোলা ২০৫/৭ রান আট বল বাকি থাকতেই তুলে দিল হায়দরাবাদ (২০৬/৪) ।আইপিএলে ১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্টেই থাকল লখনউ। বাকি দু'টি ম্যাচ জিতলেও তাদের আর প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা নেই। বাকি দু'টি ম্যাচ জিতলে তাদের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হবে ১৪। চারে থাকা মুম্বই (১৪) এবং পাঁচে থাকা দিল্লি (১৩) খেলবে মঙ্গলবার। যে-ই জিতুক, তাদের ১৪-র বেশি পয়েন্ট হবে। ম্যাচ ভেস্তে গেলে মুম্বইয়ের ১৫ পয়েন্ট হয়ে যাবে। ফলে লখনউ কোনও ভাবেই আর হিসাবে থাকছে না।লখনউয়ের অবস্থা যা, তাতে বাকি দু'টি ম্যাচে তাতে জেতার সম্ভাবনাও কম। সেই দু'টি ম্যাচ খেলতে হবে গুজরাত এবং পঞ্জাবের সঙ্গে। দু'টি দলই প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। দুই দলের কাছেই সুযোগ রয়েছে প্রথম দু'য়ে শেষ করার।সোমবার ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগাতে পারল না লখনউ। দুই ওপেনার যে ভাবে শুরুটা করে দিয়েছিলেন, তার পরে স্কোরবোর্ডে অনেক বেশি রান তোলার কথা ছিল তাদের। ওপেনিং জুটিতে একশোর বেশি রান উঠে গেলে যে কোনও দলই চাইবে ২৫০-এর কাছাকাছি রান তুলতে। সেটাই পারল না লখনউ। এর জন্য দায়ী তাদের মিডল অর্ডার।মিচেল মার্শ শুরু থেকেই আগ্রাসী খেলছিলেন। অন্য দিকটা ধরে রেখেছিলেন এডেন মার্করাম। শুরু থেকেই হায়দরাবাদের বোলারেরা সুবিধা করতে পারেননি। অনায়াসে রান তুলতে থাকেন দুই ব্যাটার।মার্শ ফেরার পর নিকোলাস পুরান নয়, নামেন পন্থ। চলতি আইপিএলে বার বার যে জিনিস দেখা গিয়েছে তা-ই দেখা গেল সোমবার। আবারও পন্থের একটা খারাপ ইনিংস। কী শট খেললেন নিজেই বুঝতে পারলেন না। বোলারের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরার সময় নামের পাশে লেখা ৬ রান। বিরক্তি লুকোতে পারেননি মালিক গোয়েনাও। হতাশ মুখে ভিভিআইপি বক্সের ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি। ওই একটা দৃশ্যই যেন গোটা মরসুমে লখনউয়ের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে দিল।

স্কুল ক্রিকেট শুরু : অল্পেতে জয় অধরা বোধজং-এর, পরিত্যক্ত ৭টি ম্যাচ ফের আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একটুর জন্য...। গত ৭ বছর ধরে অংশ গ্রহণ নেই। স্কুলে নিয়মিত শারীরশিক্ষক নেই। ক্রিকেট খেলে বা প্র্যাকটিস করে এমন ১১ জন ছাত্র নেই। কিটস নেই। টিসিএতে রেজিস্ট্রেশন করতে ছেলেদের বার্থ সার্টিফিকেটে বারকোড নেই। স্কুলে খরচ চালাবার ফান্ড নেই। অতপরঃ এবছরও আস্ত স্কুল ক্রিকেটে অংশগ্রহণ নেই! এই পরিস্থিতিতে মাঠে নামে ''অ্যালামনি''। কোচিং-এর জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন প্রাক্তন ক্রিকেটার, কোচ খোকন দে, নতুন পুরোনো ব্যাট সহ নানা ক্রিকেটীয় সরঞ্জাম দিয়ে সহযোগিতা করেন আরেক ক্রিকেটার মনোজিৎ দাস। অ্যালামনির ষাট- সত্তোরোর্দ সদস্যদের পাশাপাশি ডেপুটেশনে অধিকাংশ সময় বাইরে থাকা সত্ত্বেও দেখভালের দায়িত্ব পালন করেন স্কুলের শারীরশিক্ষক প্রাক্তন ফুটবলার আশিস দেব্বর্মা। জীবনে কখনো ডিউস বল ছুঁয়েও দেখেনি এমন ৮ জনকে নিয়ে শুরু হয় চেষ্টা। অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত ১৪ জন হয় দলে। এদের নিয়েই শুরু হয় স্বপ্ন বুনা। আজ প্রথম ম্যাচে নিয়মিত ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া ভবনসের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে মাত্র ২৬ রানে পরাজিত হয় বোধজং স্কুল। ম্যাচে একটুর জন্য পরাজয় হলেও, ছেলেরা মাঠে নামতেই বোধজং স্কুল যেন জিতে গেলো অনেকগুলো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ২১৫ রান সংগ্রহ করলে জবাবে বোধজং স্কুল ১০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। টার্গেট ১০৯ রান ধরা হলে ভবনস ত্রিপুরা ২৬ রানে জয়ী হয়। দুর্দান্ত শত রান অর্থাৎ ৫২ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৮টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৬ রান সংগ্রহ করে আকাশ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। উল্লেখ্য, বৃষ্টি বিঘ্নিত দিনের ভেস্তে যাওয়া অবশিষ্ট সাতটি ম্যাচ রিজার্ভ ডে হিসেবে আগামীকাল পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

বৃষ্টির থাবায় এমবিবি স্টেডিয়ামে ইউ: ফ্রেন্ডস, জেসিসি দুই দল-ই চিন্তিত

ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস - ১৬৯ **জে সি সি - ১৬/১**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টি থাবা। দ্বিতীয় দিনে খেলা হলো মাত্র ৭.৫ ওভার। ফলে অমীমাংসিতভাবেই শেষ হতে চলেছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং জেসি সির ম্যাচ। এখন দেখার বুধবার শেষ দিনে লিড নিতে পারে কিনা জে সি সি। তবে আবহাওয়া দপ্তরের মতে বুধবারও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ফলে তৃতীয় দিনে কতটা ম্যাচ হবে তা নিয়েও দেখা দিয়েছে ধূয়াশা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেট আসরে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দ্বিতীয় দিনের শেষে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ১৬৯ রানের জবাবে জে সি সি ১ উইকেট হারিয়ে ১৬ রান করে। জে সি সি এখনও পিছিয়ে ১৫৩ রানে। প্রথম দিনে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের ১৬৭ রান নিয়ে খেলতে নেমে মঙ্গলবার আরও দুই রান যোগ করার ফাঁকে শেষ উইকেটটি হারায়। জে সি সি-র পক্ষে সন্দীপ সরকার ৪৭ রানে ৫টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বৃষ্টির জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন জে সি সি ৪ ওভার ব্যাট করে মাত্র ১৬ রান করে ১ উইকেট হারিয়ে। দলের পক্ষে জয়দীপ বণিক ১১ বল খেলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫ রানে এবং সম্রাট সূত্রধর শূন্য রানে অপরাজিত রয়েছেন। তন্ময় দাস ৮ বল খেলে ৪ রান করে সঞ্জয় মজুমদারের বলে তাঁর হাতেই ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন।

আইপিএলে দাপট রাহুলের, আড়াই বছর পর খুলতে পারে দেশের টি-টোয়েন্টি দলের দরজা

বাংলাদেশ সফরে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা পেতে পারেন লোকেশ রাহুল। অগস্টে বাংলাদেশের সঙ্গে এক দিনের এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ রয়েছে ভারতের। এক দিনের দলে রাহুলের থাকা নিয়ে প্রশ্ন নেই। আইপিএলের পর রাহুলকে টি-টোয়েন্টি দলে রাখার কথাও ভাবা হচ্ছে। আড়াই বছর পর আবার ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরতে পারেন রাহুল। ২০২২ সালের নভেম্বরের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেননি রাহুল।

সে বার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিশ্বকাপের পর রাহুলকে আর ২০ ওভারের ক্রিকেটের জন্য বিবেচনা করেননি জাতীয় নির্বাচকেরা। তবে তাঁদের আবার নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। বলা ভাল, আইপিএলে রাহুলের আগ্রাসী ব্যাটিং ভাবতে বাধ্য করছে অজিত আগরকরদের। দেশের হয়ে শেষ ছ'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে রাহুল ২১.৩৩ গড়ে করেছিলেন ১২৮ রান। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১২০.৭৫। তার পর আর তাঁর কথা ২০ ওভারের ক্রিকেটের জন্য ভাবা হয়নি। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলেও জায়গা পাননি রাহুল। যদিও দেশের হয়ে নিয়মিত টেস্ট এবং এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন এই সময়ে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, রাহুলকে টি-টোয়েন্টি দলে ফেরানোর কথা ভাবছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কর্তাদের একাংশ। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং জাতীয় নির্বাচকেরা। তাঁরা এখন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের দল নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত।

বাংলাদেশ সফরের দলের কথা এখন ভাবা হচ্ছে না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ শেষ হলে এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবেন তাঁরা। তবে রবিবার গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৬৫ বলে ১১২ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে আলোচনায় উঠে এসেছেন রাহুল।এ বারের আইপিএলে রাহুল এখনও পর্যন্ত ১১টি ম্যাচ খেলে ৪৯৩ রান করেছেন। গড় ৬১.৬৩। স্ট্রাইক রেট ১৪৮.০৮।একটি শতরান এবং তিনটি অর্ধশতরান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে তাঁর থেকে বেশি রান করেছেন সাই সুদর্শন, শুভমন গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব এবং বিরাট কোহলি। গত বিশ্বকাপের পরই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন কোহলি। এখন আইপিএলের সেরা পাঁচ ভারতীয় ব্যাটারের মধ্যে রয়েছেন রাহুল। অন্য দিকে, চেনা ফর্মে নেই ঋষভ পন্থ, সঞ্জু স্যামসনেরা। সব মিলিয়ে আড়াই বছর পর রাহুল আবার ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ঢুকে পড়তে পারেন।

এই আইপিএলে প্রথম বড় শাস্তি! অভিষেককে মাঠ ছাড়তে বলে নিজেই এক ম্যাচ নির্বাসিত বিতর্কিত দিগ্বেশ

এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত দিগ্বেশ রাঠী। লখনউ সুপার জায়ান্টসের স্পিনার সোমবার অভিষেক শর্মাকে আউট করে তাঁকে মাঠ ছাড়তে বলেছিলেন। তার জন্যই এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে তাঁকে।এ বারের আইপিএলেই প্রথম বার খেলছেন দিগ্বেশ। ব্যাটারকে আউট করে নোটবুকে নাম লেখার উৎসব করেন তিনি। যার জন্য বার বার জরিমানা দিতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু থামেননি দিগ্বেশ। তিনি একই ভাবে উৎসব করে গিয়েছেন। এ বার মাত্রা ছাড়িয়ে তিনি ব্যাটারকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। সেই কারণে তাঁকে নির্বাসিত করল বোর্ড।হায়দরাবাদের ইনিংস চলাকালীন চালিয়ে খেলছিলেন অভিষেক। মাত্র ১৮ বলে অর্ধশতরান করেন। অষ্টম ওভারে লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ বল দিয়েছিলেন দিগ্বেশের হাতে। তৃতীয় বলে অভিষেককে আউট করেন দিগ্বেশ। বিতর্ক শুরু এর পরেই। অভিষেকের দিকে হাত নাড়িয়ে তাঁকে দ্রুত মাঠ ছেড়ে সাজঘরে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করেন দিগ্বেশ। এর পর 'নোটবুক সেলিব্রেশন'ও করেন। এতেই নাটক থামেনি।

অভিষেক ফেরার সময় তাঁকে আবারও কিছু বলেন দিগ্বেশ।হায়দরাবাদের ব্যাটার এর পর মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেননি। তিনি দিগ্বেশের দিকে এগিয়ে আসেন। হেলমেট খুলে কিছু বলেন লখনউয়ের স্পিনারকে। পাল্টা কথা বলেন দিগ্বেশও। মনে করা হচ্ছে, লখনউয়ের স্পিনার অভিষেকের উদ্দেশে বলেছেন, 'আমি তো তোমাকে কিছুই বলিনি। তোমার সমস্যা হচ্ছে কেন?' অভিষেক শুনতে চাননি। তিনি প্রতিবাদ করতে থাকেন।বিষয়টি আরও দূরে গড়ানোর আগে হস্তক্ষেপ করেন মাঠের দুই আম্পায়ার। তাঁরা দুই ক্রিকেটারকে আলাদা করে দেন। লখনউয়ের ক্রিকেটারেরা এসে সরিয়ে নিয়ে যান দিগ্বেশকে। এক আম্পায়ার এসে অভিষেককে প্রায় ডাগ আউট পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসেন। ম্যাচ শেষে হাত মেলানোর সময়ও দু'জনকে কথা বলতে দেখা যায়। তখনও অভিষেকের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি যথেষ্ট বিরক্ত।এক ম্যাচ নির্বাসিত হওয়া ছাড়াও ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানা দিতে হবে দিগ্বেশকে। শাস্তি হয়েছে অভিষেকেরও। তাঁর ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা হয়েছে।

রাবার চুরি করতে গিয়ে এলাকাবাসী থেকে অল্পেতে পালালো চোর, ভেঙে চুরমার চুরিতে ব্যবহৃত গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে: রাবার চুরি করার সময় চোরকে আটক করতে না পারলেও তার অটো গাড়ি আটক করে সে গাড়িটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় আমজনতা। পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানার পুলিশ সেই অটো গাড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় মধুপুর থানায়। যদিও অভিযুক্ত চোর রাজু সরকারকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি মধুপুর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত কয়েক মাস যাবত মধুপুর বাজার সহ মধুপুর জাম চৌমুহনী এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বারবার চুরি হচ্ছে। কিন্তু একটি চুরির ঘটনায়ও মধুপুর থানার পুলিশ কিংবা এলাকার জনগণ সেই চোরের হদিস পাচ্ছিল না। গত কয়েকদিন পূর্বেও মধুপুর জামচৌমুহনী এলাকায় হরিপদ সাহার রাবার দোকানে প্রচুর পরিমাণে রাবার চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল একদল চোর। শেষ পর্যন্ত হরিপদ সাহা সিদ্ধান্ত নেই এখন থেকে রাত্রি বেলা প্রহরাদারের ব্যবস্থা করবে। যথারীতি কয়েকজন মিলে রাত্রিবেলা প্রহরা দিচ্ছিল।

সোমবার রাত আনুমানিক বারোটা থেকে একটা নাগাদ একটি অটো গাড়ি করে যার নম্বর টিআর ০৭- এ - ৩৩৬৯ মধুপুর থানাধীন নোয়াবাড়ি এলাকার রাজু সরকার নামে এক যুবক জাম চৌমুহনী এলাকার হরিপদ সাহার দোকানের পাশে আসে। ঐ সময় রাজু সরকার গাড়িটি রেখে একটি মই নিয়ে ঘরের পেছন দিক দিয়ে ছাদের উপরে উঠে। উপর দিক দিয়ে একটি দরজা রয়েছে সেই দরজাটি খুলে ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করে। এমন সময় পাহারা দেওয়া যুবকরা টের পেয়ে দৌড়ে আসে। কিন্তু রাজু সরকার ছাদের উপর থেকে ইট দিয়ে যুবকদের উপর আঘাত করতে থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন আহত হয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ছাদের উপর থেকে চতুর্দিকে ইট মেরে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাই রাজু সরকার। যুবকদের চিৎকারে এলাকার জনগণ এগিয়ে আসলে তাকে না পেয়ে উত্তেজিত জনতা তার গাড়িটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

এদিকে মঙ্গলবার দুপুরবেলা হরিপদ সাহার বাড়ির পক্ষ থেকে মধুপুর থানায় তার বিরুদ্ধে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করে। যদিও পুলিশ তার সন্ধানে মাঠে নেমেছে। কিন্তু গ্রেফতার করতে পারেনি। তবে হরিপদ সাহার পরিবারের অভিযোগ আরো অনেকে এই চুরি কাজের সাথে জড়িত রয়েছে। রাজু সরকারকে গ্রেফতার করতে পারলে অন্যদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। নিত্যদিন এই এলাকায় যেভাবে চুরি সংগঠিত হচ্ছে পুলিশ যদি সঠিক ভূমিকা পালন করে তাহলে হয়তো কিছুটা কমাতে পারবে। তবে চোর রাজু সরকারের কঠোর শাস্তির দাবি রাখলেন এলাকার জনগণসহ হরিপদ সাহার পরিবার। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজু সরকারের প্রতি ছিছি রব উঠেছে।

আগামী ২১ জুন রাজ্যেও যোগা দিবস পালন করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে: সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও আগামী ২১ জুন ১১তম যোগা দিবস পালন করা হবে। ঐদিন হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলে সকাল ৭ টায় এই অনুষ্ঠান শুরু হবে। এই উপলক্ষ্যে আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যস্তরের পাশাপাশি জেলা, মহকুমা এবং ব্লক স্তরেও এই যোগা দিবস আয়োজন করা হবে। যোগা দিবসকে সফলভাবে আয়োজন করার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন দপ্তরকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রস্তুতি সভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী বলেন, এবছর মহকুমা, জেলা ও রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতামূলক যোগা আয়োজিত হবে। এ বছর যোগা দিবসে প্রায় ৩০০০ জন অংশগ্রহণ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। যোগা দিবস অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে আয়োজন করার লক্ষ্যে যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়কে চেয়ারম্যান করে একটি পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী।

সরকারি চাকুরি পেয়ে খুশি কৃষ্ণপুর বিধানসভার প্রীতিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মে: ত্রিপুরা পুলিশের চাকরি পেয়ে খুশির আবেগে আজ ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা প্রীতিকা রায় সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সাথে। স্থানীয় বিজেপি মন্ডল কার্যালয়ে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ ঘিরে এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

চাকরি পাওয়ার পর প্রীতিকা রায় জানান, "আমি বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে সরকার সত্যিই মেধা ও যোগ্যতাকে সম্মান জানাচ্ছে। আজ আমি তারই প্রমাণ।"এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "বিগত সরকারের সময় চাকরি পাওয়ার মানদণ্ড ছিল রাজনৈতিক সম্পর্ক ও তদ্বির। মেধা থাকলেও নেতা-মন্ত্রীদের ছত্রছায়া না থাকলে চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার সেই ধারা বদলে দিয়েছে। এখন মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরি নিশ্চিত করা হচ্ছে।"তিনি আরও বলেন, "যুব সমাজের ভরসা এবং স্বচ্ছ প্রশাসনই আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য। প্রীতিকার মতো অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী আজ সেই সুযোগ পাচ্ছে।"

প্রীতিকা রায়ের এই সফলতা শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, এটি বর্তমান সরকারের ন্যায়নীতি ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিফলন।

উদীয়মান শিল্পী ও ইউটিউবার শানু মালাকারের বাড়িতে গেলেন ডিওয়াইএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে: রাজ্যের এক উদীয়মান শিল্পী ও ইউটিউবারকে হেনস্তার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জোরালো দাবি জানিয়েছে ডিওয়াইএফআই। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার রাষ্ট্রবাদী নেতাদের হাতে হেনস্তার শিকার রাজ্যের উদীয়মান শিল্পী শানু মালাকারের বাড়িতে যান। শানু মালাকারের সাথে সাক্ষাৎ করেন রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, যুবনেতা শান্তনু দেব, এবং শুভঙ্কর মজুমদার।

শানু মালাকারের সঙ্গে কথা বলার পর ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, গত রবিবার খ্যাতনামা ইউটিউবার শানু মালাকার উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পাশে গান গেয়ে মানুষের মন জয় করছিলেন। ধর্মমূলক গানের মধ্যে এক জায়গায় ঈশ্বর উল্লেখ করার পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও জানিয়েছে ডি ওয়াই এফ আই।

উদীয়মান শিল্পী শানু মালাকারকে তারা অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে যেন সবসময় এইভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ান। নবারুণ দেব আরোও বলেন ,শানু মালাকারকে হেনস্তাকারীকে এখনো গ্রেপ্তার করে করে নি পুলিশ। পুলিশের ভূমিকায় এবং ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠন। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঝড়ের মাঝেও বক্সনগরে তিরঙ্গা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২০ মে:কাশ্মীরের পেহেলগ্রামে নিরীহ পর্যটকদের উপর পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীর দ্বারা মৃত্যু হয় ২৬ জন পর্যটকের। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মঙ্গলবার দুপুর ৩টায় বক্সনগর চৌমুনী থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ডলের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল তিরঙ্গা গৌরব যাত্রা র‍্যালি।

বৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করে তিরঙ্গা হাতে হাজারো দলীয় কর্মী ও সমর্থক এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্প্রতি পাকিস্তানের শহরে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যেভাবে কার্যকর জবাব দিয়েছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই এই রেলি আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানানো হয় দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও।

উক্ত র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বক্সনগরের জনপ্রিয় বিধায়ক জনাব তফাজ্জল হোসেন, প্রদেশ বিজেপি সহ-সভাপতি সুবল ভূমিক, মন্ডল সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস, জেলা সভাপতি বিজেপি সভাপতি সুবঙ্কর সহ আরো বহু নেতৃত্ব।

ভারত মাতার বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিরঙ্গা হাতে মিছিলটি বক্সনগর থেকে কলসিমুড়া গ্যাস এজেন্সি হয়ে পুনরায় বক্সনগর শহরের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে যায়। ষ্টপ্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা সম্পূর্ণ ভিজে গেলেও দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে কোনো ঘাটতি ছিল না।

প্রয়াত নারী সমিতির খোয়াই মহকুমা কমিটির সম্পাদিকা

আগরতলা, ২০ মে : প্রয়াত হলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির খোয়াই মহকুমা কমিটির সম্পাদিকা গৌরী পাল। আজ সকালে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে সিপিআইএম পার্টি অফিসে। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, নারী নেত্রী রমা দাস সহ দলের অন্যান্য কর্মীরা।

নারী নেত্রী রমা দাস বলেন, গতকাল রাতে প্রয়াত হলেন কল্যাণপুরের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লড়াকু নারী নেতৃত্ব গৌরী পাল। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫। তিনি ছিলেন সি পি আই (এম)- র খোয়াই জেলা কমিটির সদস্যা , মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা, সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির খোয়াই মহকুমা কমিটির সম্পাদিকা, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকামণ্ডলীর সদস্যা, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম চেয়ারম্যান।

এদিন তিনি আরও বলেন, গৌরী পাল অবিভক্ত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ সভাধিপতিও ছিলেন। গতকাল দুপুরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার ঘিলাতলীর বাড়ীতে পুকুরে কাজ করার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যান। অচেতন হয়ে পড়েন। সাথে সাথেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। পরবর্তী সময়ে তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। রাত সোয়া নয়টায় শেন নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। আজ দুপরে তার মরদেহ নিয়ে আসা হয় মেলারমাঠ সিপিআই(এম) রাজ্য কার্য্যালয়ে। সেখানে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

১৩ বছর বয়সেই দ্বিতীয় উপন্যাস প্রকাশ করল ওয়েন্দ্রিলা চক্রবর্তী

ত্রিপুরার কন্যা এখন আবুধাবির গর্ব

আগরতলা , ১৮ মে: ত্রিপুরা থেকে আসা এবং বর্তমানে আবুধাবিতে বসবাসকারী ১৩ বছর বয়সী কিশোরী লেখিকা ওয়েন্দ্রিলা চক্রবর্তী তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "শ্যাডোস অফ রোসালিয়া" প্রকাশ করেছেন। নোশন প্রেস থেকে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি এখন পেপারব্যাক, হার্ডকভার ও ই-বুক আকারে পাওয়া যাচ্ছে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, কিন্ডল, গুগল প্লে ও কোবো-সহ আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে।

"শ্যাডোস অফ রোসালিয়া" একটি আকর্ষণীয় যুবার জন্য লেখা উপন্যাস, যা ওয়েন্দ্রিলার অসাধারণ গল্প বলার ক্ষমতাকে আরও এক ধাপ উঁচুতে তুলে ধরেছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন আবুধাবির ব্রিটিশ স্কুলের প্রিন্সিপাল মিঃ ইয়ান পিউ, যিনি ওয়েন্দ্রিলার সাহিত্যিক প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং ভবিষ্যতে তাঁকে একজন বিশিষ্ট লেখিকা হিসেবে দেখার আশা প্রকাশ করেছেন।

ওয়েন্দ্রিলার সাহিত্যিক পথচলা শুরু হয় মাত্র ১১ বছর বয়সে, তাঁর প্রথম উপন্যাস "টি এডভেনচার অফ দ্য লিজেন্ডারি কুইন" প্রকাশের মাধ্যমে, যেটিও নোশন প্রেস থেকেই বের হয়। এই বইটি ভারত ও আন্তর্জাতিক পাঠকদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলে এবং তিনি একটি বিশ্বস্ত পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করতে সক্ষম হন।

তাঁর লেখা একটি ছোটগল্প অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এবং ইমিরেটস লিটারেচার ফাউন্ডেশন-এর কাছ থেকে সম্মানজনক উল্লেখ পেয়েছে, যা তাঁর সাহিত্য প্রতিভার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির প্রমাণ।

এছাড়াও, তিনি "দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান টিন ফিকন কালেকটিভ" নামক একটি নির্বাচিত সংকলনে প্রকাশিত তাঁর গল্পের জন্য ইয়ং অথর রিডার'স চয়েস অ্যাওয়ার্ড-এ ভূষিত হন।

শুধু সাহিত্যেই নয়, ওয়েন্দ্রিলা একজন সক্রিয় পডকাস্টার হিসেবেও পরিচিত। তিনি তাঁর শো-তে বিভিন্ন কল্পকাহিনী, অ-গল্প এবং শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন বিষয়েও তাঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে এবং তিনি নিয়মিতভাবে এই সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন।

এই প্রতিভাবান কিশোরী বর্তমানে স্কুল থেকে ক্রিয়েটিভ এন্ড পারফর্মিং আর্টস বিভাগে স্কলারশিপ লাভ করেছেন, যা তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার প্রমাণ।

ওয়েন্দ্রিলা চক্রবর্তী আজকের কালের তরুণ সাহিত্যিকদের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি, এবং "শ্যাডোস অফ রোসালিয়া" তাঁর সাহিত্যজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

মুঙ্গিয়াকামি এগ্রিকালচার সেক্টর অফিসে "কেওয়াইসি' প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০মে: কৃষকদের আত্মনির্ভর করে তুলতে 'পিএম কিষান সম্মান নিধি যোজনা চালু করেছে কেন্দ্র সরকার। এই প্রকল্পের ২০তম কিস্তি প্রদানের আগে মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এলাকার যেসব কৃষকের 'কেওয়াইসি' প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি তাদের জন্য মুঙ্গিয়াকামি এগ্রিকালচার সেক্টরে কেওয়াইসি ফর্ম পূরনের কাজ শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

'পিএম কিষান সম্মান নিধির ২০তম কিস্তি প্রদানের আগে মুঙ্গিয়াকামী যেসব কৃষকের 'কেওয়াইসি' প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি, তাদের জন্য মুঙ্গিয়াকামি এগ্রিকালচার সেক্টর অফিসে কেওয়াইসি ফর্ম পূরণের কাজ জোরকদমে চলছে। মঙ্গলবার মুঙ্গিয়াকামি এগ্রিকালচার সেক্টর অফিস এই কর্মসূচি খতিয়ে দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। মূলত কৃষকদের সুবিধা, প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং মাঠ পর্যায়ে সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যেই ছিল এই পরিদর্শন।

মন্ত্রী সেখানে পৌঁছে অফিসের জরাজীর্ণ পরিকাঠামো দেখে বিস্মিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন, যাতে অফিসের কার্যকারিতা ও কৃষকদের সেবা পাওয়ার মানোন্নয়ন সম্ভব হয়।পরিদর্শনকালে সেক্টর অফিসার ড. ললি জমাতিয়া-র সঙ্গে মন্ত্রী বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং নির্দেশ দেন কেওয়াইসি ফর্ম পূরণের কাজ যেন দ্রুত, নির্ভুল ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, যাতে প্রকৃত কৃষকরা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা সহজেই পেতে পারেন।

দিল্লি গেমস ২০২৫-এর জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ২০ মে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আজ নয়াদিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামে 'দিল্লি গেমস ২০২৫'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, "দিল্লি গেমস ভবিষ্যতের জাতীয়, কমনওয়েলথ এবং অলিম্পিক পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিভাবান অ্যাথলিটদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় "অপারেশন সিন্দুর" আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলে তৃণমূলের মুখ হিসেবে নিযুক্ত

কলকাতা, ২০ মে : 'অপারেশন সিন্দুর'-এ ভারতের অবস্থান বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে গঠিত সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে অংশ নেবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দলীয় সূত্রে এই ঘোষণা করা হয়।

সূত্র অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরণ রিজিজু ফোনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রতিনিধি হিসেবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে একজনের নাম চেয়ে পরামর্শ চান। মুখ্যমন্ত্রী এরপর লোকসভা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতিনিধিদলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।এর আগে, কেন্দ্রের তরফে বহরমপুরের প্রথমবারের সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু তৃণমূলের আপত্তিতে ইউসুফ পাঠান নাম প্রত্যাহার করে নেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "আমাদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা না করেই ইউসুফ পাঠানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।"এক বিবৃতিতে তৃণমূল জানিয়েছে, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই সময়ে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি আমাদের দেশের কণ্ঠস্বরকে স্পষ্ট ও দৃঢ় করবে। তাঁর উপস্থিতি বাংলার অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি ভারতের অবস্থানকেও মজবুত করবে।" তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছে, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বগুণ বিবেচনায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি দলে যোগদানের ফলে দলের পক্ষে একটি শক্ত বার্তা যাবে। দলের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিনিই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে আছেন।

স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সচেতন শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মে:মঙ্গলবার আগরতলা সুকান্ত একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সচেতন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব ,২০ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা।

সুকান্ত একাডেমিতে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করে মেয়র বলেন এ ধরনের কর্মসূচি সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এর আগে এ রাজ্যে এ ধরনের কর্মসূচি পালিত হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। পুর নিগমের কমিশনার সার্বিক বিষয় চিন্তা ভাবনা করেই স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছেন। শিবিরের প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে মেয়র বলেন আগরতলা শহর এলাকায় যেসব স্বীকৃত ভান্ডার রয়েছেন তাদেরকে নিয়েই এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যেসব ভেন্ডার বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ক্রেতাদের মধ্যে সরবরাহ করছেন তিনি নিজে যদি সুস্থ না থাকেন তাহলে যেসব খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হবে সেইসব খাদ্য সামগ্রী গুণগতমানের হবে না এবং এইসব খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করে ক্রেতারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে হলে ভেন্ডারকে প্রথমে সুস্থ থাকতে হবে। সুস্থ সবল থেকে গুণগত মানের খাদ্য সামগ্রী ক্রেতাদের মধ্যে পরিবেশন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas